अहमेव वात इव प्रवाम्या-
रभमाणा भुवनानि विश्वा ।
परो दिवा पर एना पृथिव्यै-
तावती महिना सं बभूव ।

ऋग्वेद १०।१०।१२५।८

ॐ तत् सत्

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের শুভ ত্রিষষ্টিতম বর্ষোৎসবে
প্রণামাঞ্জলি

এই বহিখানি কল্যাণী শ্রীমতী জ্যোতিপ্রভার বিশেষ আগ্রহে ও উৎসাহে প্রকাশিত হইল।

২৩শে বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৬৪

বিশ্ব-পদ্মে বিলসিত তব নাম রূপ,
আনন্দের অমৃতের পূর্ণ রস-কূপ ;
চির অন্তঃশীলা
তব নিত্যলীলা
সর্বজীবে, সর্বকালে চলে অবিরাম ;
তুমি পূর্ণতম সত্য, অমৃতের ধাম।
পথ তুমি, লক্ষ্য তুমি, প্রণেত্রী প্রাণের,
তুমিই পাথেয় সব বিশ্ব-পথিকের !
প্রকাশে এ বিশ্ব তব পরমা বিভূতি,
শান্ত, শিব, সুন্দরের অদ্বৈত মূরতি।
দিকে দিকে পুঞ্জীভূত প্রলয়-আঁধারে
দীপ্ত হোমশিখা জ্বলে তব দেহাধারে ;
সে শিখায় তব পুষ্পে, দূর্বাক্ষত-জলে
এ অর্ঘ্য সঁপিনু পদে জননি ! নির্ম্মলে !
শুচিতায় প্রাণ পূর্ণ করো,
প্রেমের পরাগে চিত্ত ভরো।
তুমিই মা অদ্বিতীয়া বিশ্বের সুষমা
তুমিই মা, তুমিই মা, তোমারি উপমা।

জীবন-নদীর তীরে প্রশান্ত সন্ধ্যায়,
একা বসে টলমল ছোট তরী 'পরে,
দূরে হেরিতেছি মাতঃ, দিগন্ত-সীমায়
নীরবে ডুবিছে রবি অরুণ অম্বরে।
সন্ধ্যার তিমির-তলে মুখর সংসার
মৌনে ডুবে ; প্রাণে শান্ত বিশ্বকলরোল ;
স্থগিত শমিত হয় হৃদয় মাঝার,
বাসনার, কামনার হাজার হিন্দোল।
আকাশে বলাকাশ্রেণী লহরে লহরে
ধীরে ছুটে নিজ নিজ কুলায়ের পানে ;
প্রবাসী হৃদয় মন মাতৃবক্ষ তরে
ফিরিতে আকুল পূত মাতৃস্তন্য পানে।
"মা আমার ! তোমা ছাড়া চলে না যে আর !"
আকুল হৃদয়-শঙ্খ উঠিছে ফুকারি ;
পেলব পরশ তরে তব স্নেহসার
প্রাণ মন পথে পথে ঘুরিছে ভিখারী।
পথ শেষ নাহি হয়, শঙ্কিল, গহন ;
চেয়ে আছি প্রতীক্ষায় তব পথপানে ;
শেষের কয়টি দিন করো সমাপন
মাতঃ, তব বন্দনায়, তব জয়গানে।

১

হে জননি ! জগন্ময়ি ! অমৃতা, অসীমা ;
কতো অপরূপ শান্ত তোমার মহিমা !
ওঠে বাজি কণ্ঠে তব বীণা
বিশ্বময় বাধাবন্ধ হীনা,
জীবের মর্মের তারে, প্রাণের বিলাসে মূর্ছনায়,
জীবনের সাধনায়, সুন্দরের সকল কলায়।
সুর তার ফোটে রূপে, লোকে লোকে বিচিত্র লীলায় ;
কাঁপায়ে আকাশ ধরা, ছুটে যায় চিত্তনীলিমায়।
সুখের দুঃখের দ্বন্দ্বে
কতো রঙ্গে, কতো ছন্দে
কণ্ঠ তব কুহরে অন্তরে,
প্রাণমূলে নিমেষে প্রহরে
ছুটায় রাগিনী, রাগ, নব নব রূপে রসে তানে,
আনন্দের শিহরন ভাবাতীত জাগাইয়ে প্রাণে।
কতো না মধুর তব বীণা,
মম শান্ত চিত্তাকাশলীনা !
হে অধরা, নামরূপ হীনা,
বিশ্ববুকে তুমি মা, আসীনা।
কখনো লুকায়ে থাকো প্রাণের গহনে,
কখনো শিহরি ওঠো মলয়পবনে ;
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার সর্বেন্দ্রিয় মাতঃ, তব নামে
বিগলিত করো নিত্য তব পদে পাবন প্রণামে।

২

এ ধরণী 'পরে
একান্ত নির্ভরে,
চলিয়াছে জীবশিশু চারিদিকে ঘিরিয়া তোমায় ;
তোমারি কণ্ঠের গানে নেচে গেয়ে দিবসে নিশায়।
ছুটেছে কোথায় সবে কতো দিকে যুগ যুগান্তরে,
কোন্ স্বপ্ন-সিন্ধু পারে ?   নাম হীন কোন্ সত্যপুরে ?
হেমন্তে, শরতে, শীতে, বর্ষার বাদলে ঝরঝরে,
বসন্ত-মলয় ছলে তব শ্বাসে শিহরে' শিহরে'
যাচ্ছে কোথা তারা
অন্ধ মাতোয়ারা ?
কিছুই বুঝিনে
জননি অসীমে।
প্রাণের প্রবাহ তব আদিহীন সরিতের সম
লীলার লহরে কতো বিশ্বময় ছুটে ছলছল।
রূপে রসে স্পর্শে গন্ধে রচি লীলা নব নবতম
করে সর্ব চরাচর শুচি, শান্ত, শ্যামল, নির্মল।
কে জানে মা, কোথা তার মিলন-মোহনা ?
কোথা আদি, মধ্য কোথা, কোথা অন্ত সীমা ?
আছো তুমি জীবনের মৌন মর্মতলে
চির শান্ত, সমাহিত আত্মার অতলে,
অচঞ্চল, অগাধ, নিবিড়,
প্রাণরসে অতল গভীর !
লোকে লোকে লক্ষ ধারে শাশ্বত কল্যাণ
তোমার পরশ বহি বিশ্বে বহমান।

সর্বমঙ্গলার রূপে তুমি মা, কমলা,
নিশ্বাসপরশে ধরা করিছ শ্যামলা।
ঘিরি তব রমণীয় রাতুল চরণ
নৃত্যপরা গ্রহতারা নীহারিকাগণ।
অপ্‌সরা কিন্নর আর সব সুরে নরে
মধুগানে বিশ্ববীণা ঝঙ্কারে মুখরে।
দেব-মধু আদিত্যের রশ্মি-রসে তুমি
জড়ের হৃদয়ে রচো পুণ্য প্রাণভূমি,
সর্বদেশে, আর সর্বকালে,
অব্যক্তের গোপন আড়ালে।
মা, তব আরতিগীতি, অর্চনা, বন্দনা
করে বিশ্বে আনন্দের উৎসব রচনা ;
মোরা অতি আকিঞ্চন, প্রণাম-সম্বল।
দেহে, মনে, প্রাণে তোমা প্রণমি কেবল।
চেয়ে চেয়ে শুচি, শান্ত তোমার প্রভায়
যাই গলে শাশ্বতের সুধার নেশায়।
বুঝি ক্ষণে এ জগতে তোমা ছাড়া কোথা কিছু নাহি,
যুগ, কল্প, কোটি জন্ম যাক্ কেটে তোমা পানে চাহি।
পূর্ণ করো শুষ্ক প্রাণ আনন্দ সম্ভারে
দাও শক্তি বাঁচা-মরা খেলা জিতিবারে।

৩

বলো মা, বলো মা একবার,
প্রাণের পাবন স্রোতোধার,
সে কোন অলখ্‌নদী, কোন মন্দাকিনী,
গোপন গোমুখী হ'তে সাগর বাহিনী ?

শক্তিধারা বোধাতীত, কোন্ দেশ হ'তে
প্রপঞ্চ-প্রবাহরূপে ছুটে ত্রিজগতে।
প্রাণের সাগর তুমি ; জীবকুল তোমারি লহরী,
লীলায়িত বুকে তব সত্ত্বের মুকুট শিরে পরি'
ছুটিতেছে অবিরাম ; ওঠা নামা কতো অন্তহীন,
চলার আনন্দে কত নব নব উল্লাসে উড্ডীন !
এই বিশ্ব চরাচর করেছো মাতাল
তব নিত্য নবতম লীলায় রসাল।
তোমার নয়নভ্রষ্ট বিদ্যুতে শীতল
প্রাণের আনন্দ-নাড়ী করো ঝলমল।
কতো রূপে দিকে দিকে ছুটেছে ছন্দিত
মাতঃ, তব সনাতনী চিন্ময়ী সরিত !
আছো তুমি প্রশান্ত নির্ম্মল
পূর্ণতার ভারে ঢল ঢল।
তোমারি প্রাণের লীলা কিরূপে মা, ছুটে বিশ্বভরি,
মহামৌন রহস্যের রসময় রোমাঞ্চে শিহরি,
বলো তাহা, হে জননি ! চুপে চুপে বলো একবার,
হে শাশ্বতি, লীলাময়ি, রূপময়ি জননি আমার !
আদিত্য-হৃদয়তলে লুকায়ে আপনি
শক্তি-ধারা দিকে দিকে অজস্র ছুটাও,
আনন্দ সিন্ধুর বুকে প্রাণের তরণী
পুলকের পণ্যভারে কতোই দোলাও !
তুমি জগতের আদি দিব্য প্রাণধাম
লীলার রহস্যে তুমি নিত্য অভিরাম !
সকল প্রাণের তুমি অনবদ্য আদি আয়তন,
বিশাল, অমূর্ত্ত-মূর্ত্ত, জ্যোতির্ম্ময় তোমার আসন

প্রতিবুকে রয়েছে জীবের,
সর্বগত শাশ্বত কালের।
তুমি মা, সম্মূলারূপে হৃদয়-শুষিরে,
সর্বরূপা, সত্য-আয়তনী ;
তোমার প্রতিষ্ঠা সত্যে সকল শরীরে,
অন্তর্যামী, সর্ব-সংযমনী।
নেতি, নেতি বিচারের উদ্ভট চীৎকারে
পণ্ডিতেরা কহে যবে বুদ্ধির বিকারে
"সব মিথ্যা, সব শূন্য, ফাঁকি,"—
তুমি মা, হৃদয়-মৌনে কহ ধীরে ডাকি,—
"যে কেহ, যা' কিছু আমি হই,
যাহা হই, যাহা কিছু নই,
সব আমি, আমারি রচিত সব ধাম
মম কণ্ঠ-মুরলীর স্বপ্নাগত সাম।
পাও যাহা দর্শনে শ্রবণে,
খেলে যাহা প্রাণের গহনে,
সবার আড়ালে আছি আমি,
তোদের সবার অন্তর্যামী।"
এ তব পরমা বাণী শূন্যে মিশে যায়,
সংসারের ধূমজালে, ঘন তমিস্রায়।
আছো তুমি জড়াইয়া অন্তরে বাহিরে
শুভ্র দিবালোকে, কিম্বা গহন তিমিরে ;
স্পর্শ তব বুঝিবারে নারি,
অগমে অগাধে অভিসারী।
বাসনার বহ্নিশিখা তোমার কৃপায়
ওঠে জ্বলি শতমুখে, সহস্র শিখায় ;

শ্বাসে তব বসন্তের বিহ্বল মলয়
ফাল্গুনের অঙ্গরাগে বিশ্বের বিস্ময় !
বৈশাখের তাপে জ্বালো বৈরাগ্যের দাহ,
শ্রাবণ-ধারায় ঢালো স্নিগ্ধ অবগাহ,—
ঢালো বিশ্বে সবুজের কতো সমারোহ,
ফুলে ফলে সুন্দরের কত দিব্য মোহ !
বোধে আনো—কত তব লীলার সম্ভার
ঈক্ষণে বীক্ষণে বিশ্ব এতো চমৎকার !
সিদ্ধি, ঋদ্ধি, বিদ্যা রূপে যবে তুমি আসো
ব্রহ্মাণ্ড-বিহ্বল-করা যবে দিব্য হাসো,
সকল দ্বন্দ্বের দোলা নিমেষে থামাও,
প্রাণ তব পদতীর্থে প্রণামে গলাও ।
লও মা, আকুল মৌন প্রাণের প্রণাম
তুমি সর্ব প্রকাশের পরা পরিণাম !

৪

মাগো, তুমি রস নির্ঝরিণী
সুরধুনী ত্রিলোক পাবনী ।
প্লাবি বিশ্ব অবারিত তব রসধারা
অণু হ'তে লোকে লোকে ছুটিছে অপারা,
রসোচ্ছ্বাসে উর্ম্মিল চপল,
কভু স্থির প্রকাশে উজ্জ্বল ।
কভু ছোটে কাঁপাইয়া দেহ, প্রাণ, মন,
কভু বা প্রশান্ত, মৌন হৃদয়ে গহন ।
প্রতি চিত্তে কতো কতো তৃপ্তিহীন রসের পিপাসা,
বাসনার স্বপ্নসৌধ, কামনার কোমল কুয়াসা

কোন্ মায়ামন্ত্রে মাতঃ, জগাতেছো জীবের মরমে
আননে, নয়নে, বাক্যে, ভাবলোকে, ধেয়ানে, মননে ?
স্মৃতির শিখায় ঢালো আলো,
মনের আঁধারে জ্যোতি জ্বালো,
চিত্তপট কাঁপাইয়া লাবণ্য হিল্লোলে
আকাশ বাতাস পূরি উৎসবের রোলে।
স্নেহে তব রূপায়িত সর্ব্ব দেহমন
সঙ্গোপনে হয়ে ওঠে নব নবতম,
নবগীতে নবছন্দে নেচে ওঠে বিহ্বল বিলাসে
রূপের ফোয়ারা কতো ঝলমলে চিত্তে, চিদাকাশে !
মাতঃ, তুমি কতো পূর্ণা, প্রাণবেগে কতো পূর্ণতরা
তোমারি পরশে শান্ত সুধারসে সিক্ত বসুন্ধরা,
কোনো দিন জেনেছে কি কেউ
প্রাণমূলে তোলো কত ঢেউ .
রহস্যের মহিমায়, আনন্দে উচ্ছল
উৎসবের পূর্ণতায় কতো ঝলমল ?
অন্ত নাহি তার
মাতঃ সে লীলার !
তোমারি সম্বেগ কতো জীবনের রস রক্তধারে
কতো না বিচিত্র হয়ে পূর্ণ হয় পুলক সম্ভারে,
নিশিদিন নিমেষে নিমেষে
প্রাণলোকে অমৃতের দেশে !
মাগো, তুমি খুলে দাও আঁখি
একবার সে ছবি নিরখি !
যেথায় সকলি শান্ত অদ্বৈত শিবের
শাশ্বত মন্দির নিরঞ্জন,

যেথা তব নিত্য পূজা অনন্তকালের
একান্তে রচেন ঋষিগণ ;
দেশ কাল পরিচ্ছেদ যেথা কিছু নাহি ;
সত্যের প্রকাশ শুভ্র চির জ্যোতির্ম্ময়,
চিদানন্দ হ্রদে যেথা উঠে অবগাহি
উদ্বেল রসের কুম্ভ মানব-হৃদয়
অপরূপ আনন্দে পাবন,
অনুপম নিত্য নবতম !
কখনো প্রসুপ্ত, মৌন, শান্তির গহনে,
কভু বা মুখরি ওঠো সুখের স্বপনে !
প্রাণের যে রসধারা ছুটে চরাচরে
ধরায়, সাগরতলে, অপার অম্বরে
তাহার চলার মুক্তবেগে
মানব আপনি ওঠে জেগে—
প্রকাশের নব ছন্দে নব তানে লয়ে
সুখের, ভোগের কতো দিব্য পানালয়ে !
মা, তব সে রসেশ্বরী প্রাণের মূরতি
জীবের জটিল নাড়ীজালে
নাচে গায় কতো ছন্দে তালে !
তুমি বিশ্ব জগতের স্বচ্ছন্দা শকতি,
দিকে দিকে বিচ্ছুরিত মৌন, মুক্তগতি !
যুগান্ত সঞ্চিত স্মৃতি জাগে মা, আত্মায়
নীলাম্বরে মেঘ সম বসন্তে, বর্ষায় ;
বুনে যায় কতো ইন্দ্রজাল
স্বপনের মায়ায় রসাল !
সবি মাতঃ, রসময়ী কান্ত তব লীলা

লাবণ্যের, বাসনার বিলাসে রঙিলা ;
তনুর শিখায় জ্বলে কল্যাণের ধারা
যতো দেখি, ততো মাতঃ, হই দিশেহারা।
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, সর্ব্বেন্দ্রিয় মাতঃ, তব নামে
বিগলিত হয়ে পড়ে পদে তব পাবন প্রণামে।

৫

যবে মাতঃ, এ সংসারে লভিনু প্রথম
বহু দীর্ঘ পথশেষে মানব জনম,
কতো কীট পশু যোনি ভ্রমণের পরে
জন্ম জরা অপক্ষয়, মৃত্যুর লহরে,
অনন্ত আবর্ত-ঘোরে জগতের বুকে
দোলায়িত, নিপীড়িত, বহু সুখে, দুঃখে,
মানব জন্মের সেই আদিম উষায়
জ্ঞানের উন্মেষে ক্ষীণ ধূসর সীমায়,—
কিছু মম নাহি ছিল জানা,
এ লোকের কোথায় সীমানা।
সনাতন জ্ঞান সূত্রে নিখিলবন্দিত
তুমি মা, পরালে গলে জ্ঞান-উপবীত,—
স্বর্গ মর্ত্য সপ্তলোক যাহার প্রভায়
সব খুলে যায়,—সব এক হয়ে যায়।
তোমার কৃপার আজো পাইনে মা, সীমা
স্নেহের প্রেমের তব প্রাণের মহিমা,
তব শান্ত হৃদয় গুহায়
জ্যোতির্ময় দিব্য নীলিমায়!

জন্ম লগ্নে মম মর্মতলে
উঠিত মা, চুপে চুপে জ্বলে'
তব নয়নের শান্ত দীপ মমতার,
উজ্বল পরশ রাশে ঢাকিয়া আমার,
নির্ম্মল নিভৃতিময় প্রাণের গহন
বেপমান হৃদয় মরম।
কতো যুগ যুগান্তর গেছে মম, কতো মন্বন্তর,
তোমারি প্রাণের ছন্দে নিত্য নব নৃত্যগীতিপর
ছুটেছি অনন্তকাল হ'তে
লোকে লোকে বিপুল জগতে!
সেই ছন্দে সুর নর গন্ধর্ব কিন্নর সিদ্ধজন
বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে করেছে মা, সদা নিরীক্ষণ
অপূর্ব ঐশ্বর্যময়ী মুরতি তোমার,
দিব্য জ্যোতি পরিস্নাত নিখিল ধরার
রূপরাশি, সবি' তব অপরূপ, অতি অনুপম
সমুদ্রমন্থনশান্ত শতদলে লক্ষ্মীর মতন!
সৌম্যতমা সুষমার মূর্তি তব সৌন্দর্যের সার,
সারা বিশ্ব-আলো-করা রূপ তব পরিপূর্ণতার!
সিদ্ধ ঋষিগণ মিলি নিশিদিন মুদিয়া নয়ন
তব সেই শান্ত-পূত প্রাণ-রূপ গভীর গোপন
বুক ভরি' একান্তে নেহারে
মানসের মৌন পারাবারে!
মূর্তি তব প্রাণোজ্জ্বল পাবনী ধরার
জ্বালো সে রূপের আলো শান্ত শক্তি-সার—
যেন সব প্রাণের প্রণতি
হয়ে পড়ে তব পূজারতি।

৬

প্রথম যেদিন মাতঃ, সৃজিলে এ দেহ
উদার, উজ্জ্বল তব বুকে,
তিল তিল অযাচিত ঢালি কতো স্নেহ
রোমাঞ্চ-নিবিড় শান্ত সুখে,
তখন তো বুঝি নাই, ছিনু কোথা ? কোন্ অলকায় ?
কোন্ সে স্বপন পুরে ? শাশ্বতের সে কোন্ গুহায় ?
বুঝিতাম কেবলি তখন
দেহ-অণু 'পরে তব হৃদয়-স্পন্দন
জাগাতো মা, আনন্দের গোপন সঞ্চার
প্রকাশ-সম্বেগ ভরা প্রশান্ত অপার।
ক্ষুদ্রতম অণু সম হৃদয় মুকুল
আবরিয়া স্বপ্নময় বিস্ময়ে বিপুল,
নীরবে ফুটিত মাতঃ, ধীরে পলে পলে
তব প্রাণরসে পূর্ণ মধুকোষ তলে।
জীবনের সেই শুভ প্রথম লগনে
যে পুলক জেগেছিল পরশ লীলায়
স্মৃতি তার আজো যেন দেব-চক্ষু মনে
চমকি, গমকি ওঠে বিদ্যুৎ লেখায়।
কোথা দেহ, কোথা মন, ছিলো না কিছুই
একা তুমি, তোমা ছাড়া ছিলো না মা, দুই
ছিনু আমি অশরীরি ভাব-রেণু সম
তোমার ঈক্ষণ-তলে খুঁজিয়া জনম।
মা, তব সংকল্পশায়ী সৃষ্টিমুখী অলোক স্পন্দনে
বিশ্বজননীর দীপ্ত মধুময়ী লীলার বেদনে

জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ সম তব শান্ত বক্ষোনীলিমায়
ছুটিতাম দিকে দিকে পরিপূর্ণ পুলক পীড়ায়।
কভু তুমি নিতে বুকে ধরি,
কভু দূরে চলে যেতে সরি,
তব এ কৌতুকময়ী লীলা মাতঃ, সৃষ্টি অন্তরালে
কি মধুর! কে জানিবে কৃপা বশে তুমি না জানালে?
ব্রহ্মার বিলাস হ'তে তৃণের প্রকাশ
ইচ্ছাময়ি! ঘটে সবি তব ঈশনায়,
সাধ্য কি জীবের পেতে তাহার আভাস
যদি না জানাও তুমি নিজ করুণায়?
আজ জাগিয়েছো মাতঃ, চিত্ততলে সে স্মৃতি-বেদন
প্রাণ বেপমান তাই আনন্দের রহস্যে পরম।
তাই আজ অবিচ্ছিন্ন হৃদয়ের প্রণতির ধারা
তোমা পানে দিকে দিকে শতমুখে ছুটে মাতোয়ারা।
তুমি বাৎসল্যের বেগে মৌন, নির্ণিমেষ
হেরিতেছ অপরূপ তব সৃষ্টিলীলা!
নেত্র হতে ঝরে তব স্নেহের আবেশ,
প্রাণমন-পূর্ণ-করা উচ্ছ্বাসে উর্ম্মিলা।
অতি অকিঞ্চন আমি—লও মাতঃ প্রণতি প্রাণের
সকল দেশের, আর যুগে যুগে সর্ব মানবের!

৭

জগন্ময়ি, মাতঃ, তব আনন্দের গান
প্রাণমূলে উদীরিত, উদার মহান্।
তব কণ্ঠে কুহরিত মধুক্ষরা সুরে
কতো গীতি জাগিতেছে এই বিশ্বপুরে,—

প্রতিজীববুকে, প্রতি তরুতে লতায়
সাগরে অম্বরে, শৈলে, সরিৎ-লীলায়,
প্রতি গ্রহতারকার ছন্দিত চলনে
অনন্ত ভাবের উৎস মায়াপুরী মনে।
বিশ্বময় প্রতি অণু-পরমাণু তলে
মাতঃ, তব মৌনে কতো অমৃত উথলে!
তবে কণ্ঠে সমীরিত কৌতুকের রেশ
আনে জন্ম জন্মান্তের রহস্য অশেষ।
যে দিকে ফিরাই মন প্রাণ,
শুনি তব মধু-বর্ষী গান!
মনে হয় শ্রুতিপথে যা' কিছু সকলি
তব সুরে পরিপূর্ণ জগত-মুরলী।
তব গীতি-ছন্দে নাচে গ্রহতারাধুলি
নৃত্যতালে নীহারিকা বিকীরে বিজুলি।
সেই গানে সপ্ত লোকে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে
আপ্তকাম ঋষিগণ স্তব্ধ দলে দলে;
মাতঃ, তব বিশ্বময় কতো মধুসাম
অনন্তের দিব্য স্পর্শ ঢালে অবিরাম!
জীবনের মধুচ্ছন্দ কত মৌন তানে
চিন্ময়ী ভূমার ধারা উৎসারে মা, প্রাণে!
তব নেত্র হতে মাতঃ, যবে চরাচরে
সুরের তরঙ্গে ঝরে স্বপ্নবর্ষী আলো,
এক হয়ে যায় নিত্য বিশ্বে স্বর্গপুরে
সুখদুঃখ, ভালোমন্দ, সব সাদাকালো।
মানব চলিয়া যায় মানসের তীরে
প্রজ্ঞার প্রোজ্জ্বল পুরে, প্রাণের গভীরে—

সে দিব্য সঙ্গমে
জননি ! পরমে !
তব প্রতি অঙ্গ হতে আঙ্গিরসগণ
গাহে সাম, ঋক্, মন্ত্র, যজুঃ, অথর্বন্ ।
দেহে তব সমীরিত উদ্গীথে প্রণবে
খোলে রুদ্ধ হৃদিদ্বার নিভৃতে নীরবে ;
ভক্তি, প্রেম রসধারা ছুটে শতধারে
তোমা পানে, জাগো তুমি যবে সহস্রারে ।
দেহ, মন, বুদ্ধি সব আপনা হারায়
তোমার পূজায়, আর তোমার সেবায় ।
সৃষ্টির রাগিণী তব কণ্ঠে মুখরিত
সব শূন্য করে পূর্ণ অমৃতে রসিত ।
জগতের যতো বাণী সব একতানে
বিগলিত হয়ে যায় মা, তব প্রণামে ।

৮

মাতঃ, তব প্রশান্ত মধুর
দৃষ্টি কতো রসে ভরপূর !
উষার আলোক সম তরল, অরুণ
নব জাগরণ দীপ্ত নিমেষে নতুন !
সে দৃষ্টির কি দিব তুলনা ?
সে যে এক প্রাণের ঝরণা !
সদ্যো জাগা বিহগের আনন্দকাকলি,
সৌরভের বেগে ফোটা গোলাপের কলি,
সবি' তব দৃষ্টির প্রভায়
অপরূপ ঝলে নীলিমায় ।

তব দৃষ্টি হ'তে মাতঃ, ঝরে কতো তারার ঝিলিক,
শান্ত শিহরণভরা মধুবর্ষী মুখর নিমিখ।
মাতঃ, তুমি চাহ যবে মেলি ছু'টি আঁখি
আনন্দ-জ্যোতির রসে রাখো বিশ্বমাখি।
অরূপা, অধরা তুমি, অক্ষরা, অসীমা,
কেহ জানিল না কতো তোমার মহিমা!
আসনে নিশ্চল বসি, ছুটো তুমি দূরে,
শয়নে সুপ্তির ঘোরে আসো বিশ্ব ঘুরে।
মনের গতির চেয়ে তুমি বেগবান,
নিরখ জগতলীলা মুদিয়া নয়ান।
জীবনের নিত্য নব ফেণিল-সীমায়
মাতঃ, তব সুধাময়ী দৃষ্টি প্রতিভায়
উঠে, আর টুটে কতো মনোভূমে ইন্দ্রধনু আশা
অপূর্ব রহস্তে ভরা, স্বপ্নোজ্জ্বল মায়ার কুয়াসা।
মানবের দৃষ্টির ওপারে
তব.প্রাণলীলা যবে জীবদেহে জাগে সহস্রারে,
শিশু-কণ্ঠ ওঠে ডাকি—"মা, মা"
খুলে দাও প্রাণের মোহানা ;
সর্বময় নেহারে সে তব শান্ত জ্যোতির্ময় আঁখি,
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার সর্বেন্দ্রিয় যে আলোয় থাকি,
যুগ কল্প নিমেষে ফুরায়
পুলকের পাবন ঘূর্ণায়।
সে আলোকে ঝলমলে আকাশ ধরণী ;
জাগে প্রতি জীববুকে তব আগমনী,
অপরূপ বিচিত্র বেদনে
জাগরণে সুপ্তিতে স্বপনে।

সকল শোভন, শুদ্ধ সংকল্প সীমায়
দিব্য নামে, রূপে, রসে জাগো মাতঃ, তুমি
দীপ্ত করি, পূত করি শান্ত প্রাণভূমি,
স্নেহক্ষরা অবারিত সহস্র ধারায়।
মাগো, তব নয়নের আলো,
জ্বালো বুকে, জ্বালো, আরো জ্বালো।
চিন্ময় ঈক্ষণে তব এ দেহ অঙ্গারে
জ্বালো দ্যুতি হীরকের শান্ত শতধারে।
ক্ষণতরে চাও তুমি যার মুখপানে
প্রাণের অর্গল যায় খুলে,
শান্ত, শিব অদ্বৈতের মধুময় তানে
প্রপন্নেরে নাও কোলে তুলে।
কারেও তুমি মা, কভু করো না বঞ্চিত,
সবার তুমিই মাতঃ, পরম আশ্রয়,
পাপপুণ্য, সুখদুঃখ, সুকৃত দুষ্কৃত
হেরি মোরা দৃষ্টি-দোষে ; তুমি সর্বাতীত।
প্রাণমূলে মা, তোমার, পাবন প্রকাশে
প্রতি জীবে ক'রে তোল স্বতন্ত্র স্বাধীন ;
আত্মবোধময়ী তব বিপুল-বিলাসে
ভূতভূমি করো দিব্য সম্পদে নবীন।
অয়ি ত্রিনয়নি ! দেবি ! অয়ি শিবতমে,
রেখেছো ভুবন সব নয়নে নয়নে ;
কিছু কোথা এজগতে নাহি কোনো কালে,
মাতঃ, তব সুধাময়ী দৃষ্টি অন্তরালে।
তুমি সর্বগতা মাতঃ, প্রতিভা সুন্দরী ;
জ্ঞান, কর্ম, ভক্তিপথে তোমারি প্রকাশ ;

মন, বুদ্ধি নিত্যকাল তোমায় নেহারি
সত্যের শাশ্বত লোকে করে মা, বিলাস।
তব দৃষ্টি পরিদীপ্ত এই বসুধার
লও মা, প্রণাম পূত চরণে তোমার।

৯

আজি এ সন্ধ্যায়,
দিগন্ত সীমায়
আছি চেয়ে অতিদূরে দিগন্তরে নীলিমার তীরে,
যেথায় হরিতে, নীলে, অরুণপাটলরাগে ধীরে
জাগিতেছে যোগিনী উষার
বরণীয় ললাটে উদার
বিপুল প্রশান্তি রাশি, বর্ণ-রাগে শান্ত দ্যুতিমান্,
সহস্র সোনালি স্বপ্ন, মেঘলোকে যেথা ভাসমান।
সেই দূর দিগন্তের বর্ণপটতলে
মমতা রূপিনী তব মূরতি উজলে,
অপূর্ব্ব বাৎসল্যে স্নেহে পূর্ণ ঢলঢল,
অভয়-পরশে শান্ত, প্রসাদে নির্ম্মল।
চেয়ে চেয়ে রূপ তব অনন্তপ্রসার
খুলে যায় হৃদয়ের সব রুদ্ধ দ্বার।
মনের মন্দিরবেদী 'পরে
জ্যোতির্ময় কান্ত কলেবরে
হেরি এক মূর্তি তব অপরূপ বাৎসল্যে প্রপূর,—
রেখেছো মা, চেপে বুকে প্রাণকলি বন্ধনে বাহুর।

মা, তব কুন্তল রাশি লহরী লীলায়
মিশায় মা, অন্তহীন ঘন নীলিমায়।
অমৃতের কণা নিয়ে তব শিশু, নরেদেবাসুরে
করে নিত্য কাড়াকাড়ি, কতো শত কলহ সংগ্রাম!
তুমি অন্তরালে থাকো নির্বিকার, নিভৃতির পুরে
সেই মত্ত লীলা দেখো, মনে মনে হাসো অভিরাম।
চিরকাল আছো চেয়ে মৌন নির্নিমেষ
সন্তানের যতো খেলা অনাদি অশেষ!
তাদের মিলনে, দ্বন্দ্বে, হাসিতে, কান্নায়,
সংগ্রামে, শান্তিতে, ভোগে, ত্যাগে, তপস্যায়
রোগে, শোকে, আর্তিতাপে, হর্ষকোলাহলে
প্রশান্ত হৃদয়ে তব উৎসব উথলে।
সে উৎসব রসোচ্ছলা সনাতনী বিশ্বজননীর
তাহারি উচ্ছ্বাসে পূর্ণ সবগতি বিপুলা পৃথ্বীর!
কভু দেবগণ নাচে সবে মিলি মন্দির দুয়ারে
স্বর্গের বৈভবে মত্ত ভোগের বিলাসে;
কভু রচে স্তব তা'রা কামময়ী তব কৃপাতরে
স্বর্গচ্যুত হবে পাছে এই ভয়ে ত্রাসে।
কখনো দানবদল তোমা হ'তে লভি তপস্যায়
অসীম বিভূতিরাশি, লুণ্ঠনে, পীড়নে
লোকে লোকে হাহাকার, আর্তি দৈন্য অজস্র জাগায়
আকাশ, বাতাস, বিশ্ব ব্যথিয়া বেদনে।
কারো বাজে শঙ্খঘণ্টা আরতির ধ্বনি;
কারো চলে সংগ্রামের হিংস্র রণরণি।
সবি তব আঙিনায়, নেত্রতলে, নাহিক বিরতি
হেরো তুমি সবি তব সন্তানের পূজার প্রকৃতি,

দিকে দিকে অনন্ত ধারায়
প্রাণের অপূর্ব মহিমায়।

শ্রীরাম-রাবণ,
বলি ও বামন,
যুধিষ্ঠির-দুর্যোধন, কৃষ্ণ-কংস, শকুনি-বিদুর,
কশিপু-নৃসিংহ-কেশী, নীলকণ্ঠ-ত্রিপুর-অসুর।
সবাই মা, তব সুসন্তান,
স্তন্যে তব পুষ্ট বলীয়ান ;
তব অঙ্কতলে বসি, বুকে বহি তোমারি শকতি,
যে যার আপন ভাবে জ্বালে তব উৎসবের বাতি।
পুজে কেহ দিয়ে তব শক্তিসার বৈভব অতুল ;
রক্ত-মাংসে, বসাপঙ্কে চর্চ্চে কেহ শ্রীপদ রাতুল।
কারো পূজা লও তুমি ধূপেদীপে, কুসুম চন্দনে,
সঁপিছে সবংশে কেহ বলিরূপে ও তীর্থ-চরণে।
তুমি মা, ঈশানী রূপে মৌন ঈশনায়
রচো কতো মধুচ্ছন্দ নিখিল চেষ্টায় ;
মা, তব আশিস-বৃষ্টি সর্ব্ব সুমঙ্গলা
করিছে নিখিল ধরা শ্যামলা, সুফলা।
মা, তব উৎসব-লীলা পূজার মন্দিরে,
শ্মশান বেদীতে, কভু সংগ্রাম শিবিরে।
সর্বগতি মা, তোমার বিশ্বসঞ্চারিণী,
হোমশিখা সমা তেজে, দীপ্তিতে পাবনী।
করুণায় উচ্ছলিত তোমার নয়ন,
জীবের মরমমূল করি পরশন
অতলরসের সিন্ধু করে প্রসারিত
সৃষ্টি-উর্মি দিকে দিকে করি উচ্ছ্বসিত।

এ বিশ্ব-উৎসবমঞ্চে সঙ্গীতের রেশে
নিত্য নব অপরূপ রস-পরিবেশে
তোমার হৃদয়-পুরী হয় মা, মুখর
তব সন্তানের হর্ষে, অমর্ষে মন্থর।
স্নেহ-মন্দাকিনী তব চির বেগবতী,
তাহার বিরাম নাই, নাহি কোনো ক্ষয়,
অন্তরে বাহিরে সদা ছুটে মুক্তগতি,
বাৎসল্যের নিত্য নব তব অভ্যুদয়।
মহোৎসব-মহাক্ষণে তুমি ফুল্ল চিদানন্দময়ী
নিখিল কল্যাণময়ী শান্ত, স্নিগ্ধ, সর্বচিত্ত জয়ী।
খড়্গ তব ছিন্ন করে মায়া নাগপাশ,
করে বরাভয়, মুখে হাসির বিলাস।
শাশ্বত রসের তুমি দিব্য প্রাণধারা
জীব-চিত্ত মূলে নিত্য ছুটাও অপারা।
প্রতি প্রাণস্পন্দে নিত্য পূরি চরাচর
রচো প্রণতির ঢেউ লহরে লহর
তব পূর্ণ পাদপীঠতলে
ভাবের অম্লান শতদলে।

১০

মাতঃ, তব অঞ্চলে অপার
ঝলমলে মুক্তি নীলিমার।
নয়নে বিরাজে তব শান্তদীপ্তি তারকা-বিন্দুর ;
হাসির ঝলকে খেলে বিশালতা বিপুল সিন্ধুর ;
ললাটে সিন্দুর রেখা অরুণ, বিমল
হোমাগ্নি শিখার রঙে শুচি, সমুজ্জ্বল।

বাণীর পরশ তব তরলিত স্ফূর্তির প্রবাহ
বুলায় হৃদয়ে মনে মানসের দিব্য অবগাহ।
তব কৃষ্ণকুন্তলের অনুপম সুরভি বাতাসে
সুর, নর, সিদ্ধ, ঋষি গন্ধর্বেরা নাচে, গায়, হাসে।
প্রাণের উচ্ছ্বাস সম সুকোমল রাঙা,
আনন্দ লহরীমুখে শত গড়া-ভাঙা,
এই হাসি, এই কান্না রৌদ্রবৃষ্টি, আলোছায়া সম
জননি! হৃদয়ে তব জ্বালায় দেয়ালি অনুপম।
সর্বেশ্বরি, জননি, সর্বাণি,
তুমি পরা আনন্দের রাণী।
আর্তি-ভরা এই বিশ্ব নহে কারাগার;
জীব শুধু পাশবদ্ধ শৃঙ্খলে মায়ার,
কেবলি কি প্রারব্ধের ভার শিরে বহে?—
প্রাণ বলে কভু নহে, কভু তাহা নহে।
তোমারি আনন্দে গড়া, তোমার সন্তানে
কে বাঁধিবে কারাগারে কাহার বিধানে?
বদ্ধ তা'রা, যারা আর্ত ত্রিতাপ জ্বালায়
ছট ফট করে বিশ্বে বিপুল বেদনে,—
ঐকান্তিক, আত্যন্তিক আনন্দ আশায়
শীর্ণ করে প্রাণ মন কঠোর সাধনে!
আনন্দের কণা দিয়ে তুমি মা, অপার
রচো এ বিপুল বিশ্ব অনুরাগ ভরে;
প্রতি জীব, শৈল, সিন্ধু, সরিত, কান্তার
প্রাণরসে, রাখো শ্যাম, আনন্দ নির্ঝরে।
আনন্দ বাণীর তব শান্ত সোমধারা
বহি যায় অবিরাম লোক লোকান্তরে,

তাহার গমকে নাচে সূর্য্য, সোম, তারা ;
স্তব্ধ হয়ে এ প্রপঞ্চ পুলকে শিহরে।
মুকুরের মায়াপটে মানব-আত্মার
রেখা-রিক্ত ভাবচ্ছবি কতো অগণন
মা ! তুমি ফোটাও নিত্য শূন্যে নীলিমার,
হৃদাকাশে,—সবি যে মা, তব প্রসাধন।
আনন্দলহরী কতো মা, তুমি ফোটাও
নিত্য নব অপরূপ সুখের সন্ধানে !
সব দ্বন্দ্ব আঁখিপাতে মা, তুমি ঘুচাও
শোকে হর্ষে, রাগে দ্বেষে, মানে, অপমানে।
জগতের যতো কিছু লাঞ্ছনা, তাড়ন,
সবি তব বাৎসল্যের কৌতুক পরম।
নাহি কেহ এ জগতে হেন শক্তিমান
যে কভু হেলিতে পারে মা, তব বিধান !
তোমারি রচিত বিশ্ব তব মায়ারাশে
বেঁধেছো সন্তানে সব নিজ বাহু-পাশে ;
বন্ধন তা' নয়, তব বাহুর বেষ্টন ;
দুঃখানলে যতো দগ্ধ হয় মা, জীবন
ততো শুচি, দীপ্ত করো সন্তানহৃদয়,
জ্যোতির পুলকে জ্বলে' হয় অনাময়।
দুঃখ আসে তব শুদ্ধ কৃপার বৈভবে ;
যতো দুঃখ জ্বলে প্রাণে, ততো আর্তি রবে
তীব্র সম্বেগের তীর ছুটে তোমাপানে ;
আর তুমি অসহায় প্রপন্ন সন্তানে
তুলে লও চির মুক্ত তব বক্ষোমূলে ;
তাহারে অভয় দানো অপারে অকূলে।

লীলার লহরী তব উর্ম্মিলা, চপলা
নিত্যের নিথর বুকে সৌন্দর্য্যের কলা
রচিছে নিমেষে কতো ইন্দ্রধনুরাগে
বিচিত্র বিমল হয়ে সারা বিশ্বে জাগে ;—
কতো সুখ, কতো সুধা আপ্রাত সন্ধ্যায়
নির্ম্মল নীলিমা তলে অবাধ ছড়ায়,
শাশ্বতের স্থির জ্যোতি অনিত্য জীবনে
কোনো ভেদ নাহি রাখে মরণে রমণে।
মা, তোমার রূপকলা প্রহরে প্রহরে
সৃষ্টির রহস্য কতো সংসারে সঞ্চরে।
ক্ষণের উদরে তব মায়ায় মধুরা
সঞ্চিত, সংহত হয় যুগপরম্পরা।
মা, তোমার শুক্তি-স্বচ্ছ লাবণ্য লীলায়
প্রতিটি নিঃশ্বাসে প্রাণ চমকিয়া যায় !
মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে, ধ্বনিতে, সংলাপে
নাচে, গায় জন্মমৃত্যু বরে অভিশাপে।
মা, তোমায় স্বর্ণলিপি ঊষায় সন্ধ্যায়
কতো মহাকাব্য রচে শান্ত নীলিমায় !
খুলো মাতঃ, মরমের সুগোপন দ্বার
নিত্যানিত্যে পরমের পূর্ণ অভিসার।
তব করুণার স্নিগ্ধ শীতল পরশে
করো পূর্ণ জীবচিত্ত অমৃতের রসে।
রচিত এ বিশ্ব তব আনন্দউচ্ছ্বাসে
আনন্দে নিথর স্থিতি, আনন্দ বিনাশে,
আনন্দ সাগর হ'তে জীব-উর্মিমালা
উঠিছে টুটিছে কতো—নিত্যানিত্যে খেলা !

দৃষ্টিদোষে এই বিশ্ব হেরি কারাগার
শুচিনেত্রে এ প্রপঞ্চ ভূমার পাথার !
স্মরি তব আনন্দের লীলা অবদান
সঁপি মোরা পদে তব অজস্র প্রণাম।

১১

মা আমার ! শতমুখী প্রাণের প্রেরণা
সীমা-অসীমার মাঝে নিত্য আনাগোনা
শান্ত হয় শেষে,
তব পদে এসে।
পদ তব নিখিলের পাবন বিশ্রাম ;
দৃষ্টি মাত্রে দ্বিধা দ্বন্দ্ব করো অবসান।
সর্বরূপে রূপায়িতা তুমি মা, অশেষ
ঘিরি তোমা নীলিমার শান্ত পরিবেশ।
পূর্ণা তুমি, পূর্ণতরা, পরিপূর্ণতমা,
শান্তির সরিৎ দিব্য, আনন্দে গহনা।
তোমাতে বিলীন সব দিক্, দেশ, কাল
তুমি অপ্রমেয়া মাতঃ, অগাধ, বিশাল !
সীমা-হীন ব্যাপ্তি সমা জ্যোতির্ময় নীলিমা-নিলীন
রূপের রসের রাগে, সুন্দরের বিলাসে রঙিন ;
বিস্ময়ের নীহারিকা মাতঃ, তুমি অনন্ত প্রসার,
কোটি লোক লোকান্তের মহাসিন্ধু বিপুল বিস্তার।
তব অনুরাগে রঙা উর্মিল অঞ্চলে
কত ঢেউ আনন্দের নীরবে উথলে।

তোমার প্রাণের লীলা বৈচিত্র্যের ভারে
চরাচরে কতোই প্রসারে !
সবুজের সমারোহে, লাস্যে নৃত্যপরা
পরিপূর্ণ করেছো মা, বিশ্ব বসুন্ধরা।
মহতো মহতী তুমি, অণু হ'তে তুমি অণীয়সী
দূর হতে দূরতমা, প্রাণমূলে নেদিষ্ঠা প্রেয়সী।
তুমি প্রেষ্ঠতমা মাতঃ, অন্তর গহনে
রূপে রসে গন্ধে গীতে পাবন-পরশে ;
রাজো তুমি সর্বময়ী জীবনে মরণে
প্রবুদ্ধ পূর্ণতাঘন দিব্য রাগে রসে।
সকল শ্রেয়ের উৎস, তুমি সারাৎসার,
নিত্যানিত্যে যাতায়াতে কতো চমৎকার !
ত্রিজগতে যত দ্বৈত, যতো ভেদধারা
হর্ষামর্ষ, রাগদ্বেষ, উদয়-বিলয়,
বন্ধমোক্ষ, ভয়াভয়, আর ক্ষরাক্ষরা
সব বিপরীতে করো একে সমন্বয়।
সর্বরূপে আছো সুপ্ত সঙ্গতি-স্বরূপে,
তব মধু গতিচ্ছন্দ চলে চুপে চুপে !
তুমি মা, অনাদি, অজ, জন্মমৃত্যুলীলা
চালিয়েছো ত্রিভুবনে চির অন্তঃশীলা।
তুমি মা, কারণ-হীনা, স্বতস্ফূর্ত তোমার প্রকাশ ;
পূর্ণ করিয়াছ তুমি নিখিলের সর্ব অবকাশ !
অরূপা তুমি মা ; নেত্র হেরে নাই স্বরূপ তোমার ;
তুমি সর্বনয়নের তারা।
মহামৌন বাণী তব শ্রবণের অতীত, ওপার,
সর্ব বাকে তুমিই মুখরা।

বাস তব চিরকাল মনের ওপারে,
তোমারি মননে জাগে মন ;
প্রাণ তোমা নাহি পায় খুজিয়া সংসারে
করো তুমি প্রাণ-প্রণয়ন ।
তপে তুমি নহ লভ্য, তপস্যার ধ্যানের অতীতা ।
বীর্য্য তুমি সকল চেষ্টায় ।
পাপপুণ্যে সুখেদুঃখে চিরকাল তুমি মা, ছন্দিতা,
জ্যোতির্ময়ী শাশ্বতী প্রভায় ।
স্ব-পর প্রকাশ দ্যুতি তুমি মা, ভবানী,
এ বিশ্ব তোমার পূজা নিত্য দেয় আনি ।
কামনাবাসনাহীনা, নিমেষেই হও সর্ব্বকাম,
তোমারি মহিমাবশে জাগে বিশ্বে তোমারি প্রণাম ।
তুমি মা, অখণ্ড সত্তা, অনন্ত অপার,
প্রশান্ত আনন্দ ধাম অনির্বচনীয়,
জ্ঞানমরী ইচ্ছা শক্তি, শক্তির আধার,
ভুবনে ভুবনে ঢালো শ্রীঘন অমিয় ।
তোমার চলন ভঙ্গে নূপুর নিক্কণে
ওঠে জাগি মানবের হৃদয় সীমায়
জন্মান্তের কতো স্বপ্ন বিচিত্র বরণে,
মুরলীর কতো মধু ঝঙ্কার লীলায় ।
প্রণামে তোমার পদে হয়ে যায় লয়,
জীবের সকল সত্তা পঞ্চকোষময় ।

১২

হে আমার পাবনি জননি,
কোন্ দৈবী মায়া বলে আকাশ, অবনি,
গ্রহতারা নীহারিকা জাল,
অনাদি সৃষ্টির ধারা রচো মা, বিশাল ?
জীবের নাহিক শক্তি এত,
বুঝিবারে মাতঃ, তব লীলার অমৃত।
আদিম রাত্রির সেই ঘন তমসায়,
নীরন্ধ্র গহন, সুগভীর,
যখন ছিল না কিছু ব্রহ্মাণ্ড গুহায়,
নিরাকার শূন্যের শরীর,
এর মাঝে জ্যোতির্ময় সৃষ্টি শিহরণ
টলমল ফুটালে যখন,
প্রাণে রাঙা ত্রিলোকের হৃদয়ের মতো
চেতনায় চঞ্চল জাগ্রত,
তপনীয় সবিতৃমণ্ডল
যখন ফুটালো আলো, প্রাণ শতদল,
মনে হলো অন্তর আকাশে
মা, তোমার ললাটের সিন্দূর বিলাসে
জন্ম হলো যেন মা, আবার
সবিতার, প্রজ্ঞা আর প্রাণের আধার।
জাগিল গায়ত্রী বেদগান
সহজাত বিস্ময়ের প্রাণের আহ্বান।
ঘিরি তোমা মাতঃ, সুরঙ্গমে
অন্তহীন লোকালোক ফুটে গেল ক্ষণে।

মানবের মানস সরসে
তুমি মা, উদিলে নীল শতদলসমা
ঝলমল চিদানন্দ রসে
প্রাণমূলে প্রজ্ঞাময়ী রূপে অনুপমা।
প্রণবের সর্বগত সনাতন সুরে
অণু পরমাণু হ'তে বিশ্বে, ব্রহ্মপুরে
নিমেষে জাগালে ওগো জননি, আমার
চারিরূপ সবিত্রীর শান্ত, সুধাসার।
সে ধ্বনিতে সপ্তলোক জগন্ময়ে, শিবে,
তব স্নেহপাশময় মহা আকর্যণে
গেঁথে দিলে প্রাণসূত্রে চরাচর জীবে
গ্রহ তারা নীহারিকা জ্যোতিষ্কের সনে।
বাজে তব একতারা সর্ব চরাচরে
বিচিত্র রাগিনী রাগে ধ্বনির আবেশে
তা'তে সব যায় গলে একের মাঝারে—
এক রূপায়িত হয় নানা বর্ণে, বেশে।
মহাকর্ষরূপা তব বাহুর বেষ্টনে
অরূপ, অগাধ, মৌন, নিবিড়, গভীর
জড়িয়ে রেখেছো বুকে দুশ্ছেদ্য বন্ধনে
এই সৃষ্টি চরাচর, বিশ্বের শরীর।
বাক্‌রূপে জীববুকে তেজোরাশি জ্বালো,
সবিতার রশ্মি-মুখে বিশ্বে প্রাণ ঢালো ;
বায়ু বুকে মেঘমালা করি' বিরচন,
বৃষ্টি ধারে করো বিশ্বে অমৃত বর্ষণ ;
ধরা রূপে ধরো বুকে সর্ব চরাচর,
বারিরূপে পূরো পুষ্টি প্রাণের ভিতর।

মূর্ত্তা ও অমূর্ত্তা রূপে আছো বিশ্ব ভরি
মৃত্যু পারে রচো নব জন্মের লহরী।
দক্ষিণাক্ষি তারকায় তুমি মা, দক্ষিণা
বায়ু অন্তরিক্ষ যুড়ি লীলায় অসীমা।
দর্পণের প্রতিবিম্ব সম এ বিশ্বের
ছায়া কতো মায়াময়ী পটে মানসের
ওঠে ভাসি অপরূপ নিখিলে অপার,—
উদয়ে বিলয়ে লীলা রচো চমৎকার!
মধ্যাহ্নের সৌরতেজে, অমার নিশায়,
উষার অরুণে আর ধূসরে সন্ধ্যায়
নাহি তব রূপের তুলনা—
সর্বরূপে তুমি অনুপমা।
চন্দ্রমা কিরণে করো সরস শীতল
তাপিত এ ধরাধাম শান্ত রসোচ্ছল।
লীলাতরে জীব বুকে রচো অবকাশ
সীমাহীন ভূতাকাশ, চিত্তে চিদাকাশ।
জীবনে যৌবনে কতো বিচিত্র বর্ণালি
ফোটাও সংকেতে শত রূপের দেয়ালি!
রক্ত পীত নীল শ্যাম বর্ণ ব্যঞ্জনায়
সত্তার রহস্য কত ফোটাও হেলায়।
সাবলীল উন্মাদনা জীবনসৃষ্টির
বিশ্বময় ছুটাও মা কত কলরোলে!
পশুপক্ষীসুর নর পুলকে অধীর
হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার ক্ষণে দেয় খুলে'।
মা, যবে বিদ্যুৎস্পর্শ ফোটাও জীবনে
হয়ে প্রাণ আত্মহারা তোমায় প্রণমে।

১৩

আমি যে তোমার মাতঃ, একান্ত তোমার
এই বোধ সুধাময় কভু জাগে প্রাণে ;
তুমিই আমার শুধু এই বোধনার
বিলাস আবার জাগে তোমারি আহ্বানে !
আমি তুমি ভেদ ব্যবধান
করে দাও নিত্য অবসান।
অণু-পরমাণু মম দেহের, মনের
নিজ অপরূপ ছন্দে করো রূপায়িত,
শুক্তি-রজতের দ্বন্দ্ব অতলে প্রাণের
করে দাও চিত্তমূলে পূর্ণ বিগলিত !
তব রসোচ্ছলা নিত্য লীলার ত্রিধারা,
বিলসে তোমার সব সন্তানের প্রাণে ;
দুই তীর মাঝে দিব্য অমৃতা, অক্ষরা
সুর-সরিতের স্রোত ছুটে কলগানে।
মা, তুমি আমারি শুধু, পরা-মা আমার,
এই কথা শতমুখে যতবার বলি
ততো ইচ্ছা হয় মাতঃ, আরো বলিবার
আরো তোমা পেতে প্রাণে, তোমায় কেবলি।
মাতঃ, তুমি চিরন্তনী আদি-অন্তহীনা,
তোমারে পাবার তৃপ্তি নাহি তা'রো সীমা।
যতো পাই তোমা মাতঃ, আরো তত থাকো,
পাবার পিপাসা শেষ কভু হয় নাকো।
মা, তুমি আমার
হৃদয়সর্বস্বধন প্রাণের আধার ;

অতনু জ্যোতির সোমধারা
স্ব-পর প্রকাশময়ী, লীলায় অপারা।
আমার আমিটি লও কেড়ে,
ক্ষুদের পুঁটুলি দাও ঝেড়ে ;
সঞ্চয়ের যত কুঁড়ো দাও মা, ছড়ায়ে
যেন আমি আমারেই ফেলি মা, হারায়ে।
কামনা, বাসনা সব, আশা ও আকুতি
জ্যোতির শিখায় তব সঁপিয়া আহুতি,
হয়ে যাই তোমাময় শান্ত, একাকার,
সে পরম ক্ষণ কবে আসিবে আমার ?
নমি তোমা জগন্ময়ে ! সম্মুখে, পশ্চাতে
নমি উর্ধে সত্যলোকে, নিম্নে রসাতলে,
নমি দিগ্‌দিগন্তরে, নমি দিবারাতে
নমি মা, অন্তরলোকে প্রাণপদ্ম মূলে।
নমি তোমা দিগ্‌দেশ কালের বাহিরে,
নমি মা, প্রাণের দিব্য হোমাগ্নি শিখায়,
নমি তোমা সপ্তলোকে বাঙ্‌মনের তীরে
স্বপ্নে, জাগরণে শান্ত সুপ্তির সীমায়।
এ সন্ধ্যায় তব পদে অমৃতের ধামে
গলাও সন্তানে তব সাষ্টাঙ্গ প্রণামে।

১৪

তব মুর্তি ভাসে শুধু মনে
স্বপনে, সুপ্তিতে, জাগরণে।
জানিনে মা, কি চাহিব আজ তব কাছে ,
বলো তুমি কি আমার চাহিবার আছে।

কতোই দিয়েছো তুমি চাহিবার আগে,
দু'পাশে পশ্চাতে আর মম পুরোভাগে,
একান্ত নিকটে, বহুদূরে,
অন্তরে, প্রাণের অন্তঃপুরে ;
তার কথা ভাবি যতো পাইনে মা, ঠাঁই ;
এতো দান ! কি অভাব খুঁজে নাহি পাই ।
তাই ভাবি বসি মৌন মনে
কি চাহিব জননি ! পরমে !
নয়ন, রসনা, ত্বক, নাসিকা, শ্রবণ
তেজ, জল, ধরাতল, আকাশ পরম
কতোই দিয়েছো মাতঃ, তুমি,
দিয়েছো প্রাণের কাম-ভূমি,
যেথা লীলা করো চিত্তে, অহঙ্কারে মনে ;
সবি, দান মা, তোমার এই অভাজনে ;
শুধু মা, মা, নাম জাগে মনে—
কী চাহিব জননি পরমে ?
একি মায়াজালে তুমি ঘিরেছো আমায়,
যতো পাই, প্রাণ ততো আরো তোমা চায় ;
তবু বলি, দেহি যশ মান,
দাও, কান্তি, সৌভাগ্য কল্যাণ,
দাও রাজ্য, ধনমান, মনোরমা নারী
রূপ, পুষ্টি, সুখ, জয়, শক্তি কাম-চারী ।
শুধু দাও, দাও রব কেন জাগে মনে ?
এতো দান মা, তোমার এই অভাজনে !
কি চাহিব শ্রী পদপল্লবে,
পূর্ণ যাহা সকল বৈভবে ?

ক্ষম মা, মোদের দীন এ কাঙাল-পনা।
তুমি যে মা, অনির্বাণ স্নেহের ঝরণা,—
এ কথা জাগিয়ে রেখো মনে
সুখে, দুঃখে, জীবনে, মরণে।
চাহিবার বহু আগে কৃপায় আপন
সন্তানে দিয়েছো যার যাহা প্রয়োজন।
ভিক্ষা ঝুলি নিয়ে কাঁধে থাকা সর্বক্ষণ
একি তব সন্তানের হয় মা, শোভন?
যতো বার দাও দাও বলি
ব্যথা দিই তোমায় কেবলি,
কালাতীত কৃপা তব যেন মুক্ত নয়—
জাগায়ে রাখি মা, প্রাণে আতুর সংশয়।
ক্ষমা করো জননি! পরমে,
তব আর্ত অকৃতী সন্তানে!
শুধু মনে হয়,
জীবনের এই শুধু পরম বিস্ময়,
মা, তোমার দেহ-তীর্থ ঘিরিয়া সকলে
যারা জুটিতেছে আসি নিত্য দলে দলে
যুবা, বৃদ্ধ, প্রৌঢ় নর-নারী,
সাধুসন্ত, যতি, ব্রহ্মচারী,
কিছুই পাবার আশা নাহি রাখি মনে,
দিতে তারা এসেছে মা, তব শ্রীচরণে
তন, ধন, প্রাণ আর মন,
সরবস্ব জীবন, যৌবন,
তা'রাই তো তব মাতঃ, সুকৃতি-সন্তান,
তোমা ছাড়া তারা কিছু নাহি চাহে দান।

তারা কি এসেছে মাতঃ, আপন ইচ্ছায় ?
সবারে টেনেছো তুমি মাতৃ-অভীপ্‌সায় ;
যেমনি মা, প্রদীপের প্রদীপ্ত শিখায়
জ্যোতির বিহ্বল টানে পতঙ্গেরা ধায়,
ঝাঁপ দেয় প্রাণ সঁপি দিতে
দেবার আনন্দে লুব্ধ চিতে ;
তেমনি মা, তব দিব্য দেহ আকর্ষণে
উৎসব রচিছে যাঁরা আত্ম-বিস্মরণে,—
তোমার উদার বুকে, চিনিতে আপনা,
আপনার মাঝে নিজ স্বরূপ সাধনা।
মাতঃ, তব সনাতন উদাত্ত আহ্বানে
নিবেদে সর্বস্ব তারা অখণ্ড প্রণামে।

১৫

একি মাতঃ, অনুপম পূর্ণতা অপার
তব সর্ব্ব অঙ্গ হ'তে পড়িছে ঝরিয়া।
নয়নে ললাট তীর্থে কোন সাগরের
অবাধ অগাধ ব্যাপ্তি যায় উছলিয়া !
যতো চাহি তব সেই পূর্ণতার পানে
হৃদয়ের সব শূন্য ওঠে ভরি,' ভরি,'
প্রাণমন নিঝ'রিয়া ওঠে শত গানে
ভাবাবেশে বিশ্ব পদ্ম কাঁপে থর থরি।
অভয়ে অমৃতরসে তোমার পরশ
আমায় বিলায়ে দেয় আকাশে বাতাসে,
তব পূর্ণতার ভারে বিহ্বল, অবশ
থেমে যায় সব গতি চিত্তে চিদাকাশে।

অপার ঐশ্বর্য কতো পরিপূর্ণতার
ঝরে তব দৃষ্টি হ'তে আননে উদার !
সীমন্তে, কপোল তলে, গ্রীবায়, অধরে
আনন্দের সমুজ্জ্বল মুক্তাধারা ঝরে।
মাতঃ, তব পূর্ণতার পারাবার তলে
কতো জীব-স্বর্ণতরী ছুটে ছলছলে,
সীমা হতে তরতর অসীমার পানে,
নব রূপ, নব রস, গন্ধের সন্ধানে।
এই মহাসাগরের বুকে তুমি একা
প্রবুদ্ধ কমলসম থাকো বিকশিত ;
রমা রূপে যবে তুমি দাও বিশ্বে দেখা,
তব দেহ জ্যোতি হ'তে ঝরে জ্ঞানামৃত।
তব পূর্ণ পুলকের উচ্ছ্বাসে উদার
তরুলতা উঠে হাসি পল্লবে মুকুলে,
গৃহে গৃহে বাজে শাঁখ উৎসবে পূজার
আকাশ নামিয়া আসে মেঘের কাজলে !
তব কৃপা নামে যেন শ্রাবণের ধারা
নিবাইয়া ত্রিতাপের জ্বালা সর্বহারা।
মাতঃ, তব প্রসাদের প্লাবনে উচ্ছল
ধরণী শীতল হয়, রসে টলমল।
মরণ হাসিয়া আনে বরণের ডালা,
জীবনের নব উষা, শিরে স্বর্ণ-থালা,—
নব জন্ম-উদয়-শিখরে
হিরন্ময় আনন্দে শিহরে'।
হৃদয় সাজায় রাগ-রাগিনীর ডালি
স্তবনে শ্রীপদে সবে প্রাণ দেয় ঢালি।

তব সেই রসবতী মাধুরী ভাষায়
ফোটাতে পারিনে কিছু ; ব্যর্থ বিচেষ্টায়
ধন্য মানি আপনারে। মোর পরাজয়ে
উঠে মাতঃ, জয়গীতি তব দেবালয়ে।
প্রাণের হাজার ঢেউ থামে তব চরণ সোপানে
ফেটে পড়ে শতমুখে ভক্তিপূত নীরব প্রণামে।

১৬

তুমিই মা, মা তুমিই একান্ত আমার।
যুগে যুগে তুমিই মা, লীলা-কর্ণধার
চরাচরে সকল জীবের,
সকল দেশের আর সকল কালের।
কতো জীব দেহভেলা নিয়ে অন্ধকারে
দিকে দিকে ছুটিতেছে অকূল পাথারে !
ঝঞ্ঝায়, বাদলে শীতে, অন্ধকার রাতে
কভু ডোবে, কভু ভাসে সহস্র সংঘাতে।
তাদের কাতর আর্তি যবে বিশ্বছায়
মৃত্যুর করাল ছায়া আকাশে ঘনায়,
অসহায় হাত দুটি যবে উর্ধে তুলি
আর্ত ডাকে তোলে বিশ্ব আকুলি, বিকুলি,
স্নেহক্ষীরা অশরীরি পরশ তোমার
ঘুচায় তাদের ক্ষণে সব হাহাকার।
ভেদ করি মাতঃ, তব কুন্তলের কালো
যবে তব দৃষ্টি হতে ঝরে নীল আলো,
সব ঝড় থামে
কৃপা তব নামে।

আশার অরুণোদয় নবীন উষার
নামে প্রাণে, শান্তিধারা আকাশ-গঙ্গার।
কখন কী ই যে করো শুধু তুমি জানো,
কভু ঢালো বৃষ্টিধারা, কভু বাজ হানো।
কভু বংশী-মুখে তোলো বৈকুণ্ঠের গান
কভু বরাভয় করে, কভু বা কৃপাণ!
সব দিয়ে বিশ্বের কল্যাণ
সাধো তব কৃপা-অবদান।
অন্তঃশীলা লীলায় তোমার
আনন্দের প্রগতি অপার!
তুমি মা, অচিন্ত্যা, লীলাময়ী
সর্বরূপে শাশ্বতী চিন্ময়ী।
কল্পকল্পান্তরবাহী অনাদি লীলার
তুমিই মা, অদ্বিতীয়া, অক্ষরা আধার।
কতো নামরূপ নিয়ে ওঠো বিশ্বে ফুটে,
জীবনের কতো ছন্দ নাচে নেত্রপুটে!
মাতা হয়ে জীবশিশু কভু বুকে তোলো,
কন্যা সেজে পুনঃ তুমি আপনারে ভোলো;
খেলা তব অন্তহীন অপূর্ব্ব সুন্দর,
লীলারসে ভরপুর নব, নবতর,
অতল অনন্ত চিত্তে, ভাব-পারাবারে
আপনার করে তোলো কত অচেনারে।
তুমি মা, পরমধাম সকল জীবের
চরম আধার ভূমি সুখের, হিতের।
লীলা শেষে অনবদ্য শান্ত অবসানে
সব পরিপূর্ণ করো তোমায় প্রণামে।

১৭

পরশ ঘনায়ে আসে প্রসন্ন সন্ধ্যার,
সংসারের কোলাহল হতেছে স্থগিত,
অনন্ত নীলিমাবুকে ফুটে তারকার
কত লোক লোকান্তর, আলোকে স্তিমিত।
গৃহে গৃহে ওঠে জ্বলি সান্ধ্যদীপশিখা
ফুটে মনে রূপকথা স্বর্ণ জলে লিখা।
মানবের কতো খেলা, উৎসব, সংগ্রাম
ধোঁয়ায় মিলায়ে যায় পূরিয়া বিমান।
পশ্চিম আকাশ যুড়ি অরুণ প্লাবন
রচি রাখে শান্ত পারাবার ;
হেরি সেথা শতদলে লক্ষ্মীর মতন
মাতঃ, তব মূর্তি মহিমার।
তব রাঙা পদতলে প্রশান্ত নির্জনে
হেরি আমি লুটাইছে তোমার চরণে
সৃষ্টির লহরী রাশি উৎসব কল্লোলে,
তুমি অবিচল, স্থির সেই লীলাদোলে।
প্রতিটি তরঙ্গ শিরে মা, তোমার হাসি
জ্যোতির মুকুট পরে' উঠিছে উল্লাসি।
জীবের উচ্ছ্বাস কতো কর্মে ভক্তি জ্ঞানে
ঋষি কণ্ঠে উদীরিত ঋক্ যজুঃ সামে
যুগে যুগে তব পদতলে
কতো রূপে উঠেছে উথলে' !
মাতঃ, তব নিরঞ্জন নীলিম নয়নে
কি মধুর দৃষ্টি ভাসে সৃষ্টির স্বপনে !

সেই দৃষ্টি কতো শান্ত, কতো সুকোমল,
অজস্র করুণা রাশে কতো ঝলমল !
জগতের দুঃখ দৈন্য সকল জীবের
দৃষ্টিপাতে করো লীন তুমি মা, নিমেষে,
সবারে, টানিয়া লও শাশ্বত শিবের
অপূর্ব অমৃত লোকে অরূপের দেশে ;
প্রাণ যেথা সবল, স্বাধীন,
শ্রমে প্রেমে নিত্যই নবীন ;
তব লীলাকথা যতো চাহি প্রকাশিতে
শুধু মনে হয় কিছু বলাই হলো না ;
নিমেষে নিমেষে কতো বিলাসে ভঙ্গীতে
নব নবতর রূপে প্রকাশো আপনা ।
অধঃ উর্ধে, ডানে বাঁয়ে, বাহিরে অন্তরে
বিকাশিছ পরমা বিভূতি,
প্রতিটি জীবের প্রাণচ্ছন্দের ভিতরে
ফোটে তব অনন্ত সম্ভূতি।
আরতি-দীপের দীপ্তি যখন উজলে
প্রদোষে জননি ! তব উদার নয়ন,
শাশ্বতের শান্ত আলো উঠে ঝলমলে'
তব দিব্য দৃষ্টি হ'তে ত্রিলোক-লোভন !
তোমার নয়নভ্রষ্ট জ্যোতিতে রসাল
পরিপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের রবি শশী তারা ;
খচিত অঞ্চলে তব নীহারিকা জাল
অসীম অম্বর বুকে উড়ে আত্মহারা ।
তুমি যে মা, আষাঢ়ের কাজল আকাশ
সজল বাদলধারে প্রাণের উচ্ছ্বাস ;

সঞ্চারো ত্রিতাপদগ্ধ ধরণীর 'পরে
গোপনে প্রাণের রস ধমনী ভিতরে।
নিবিড়-বর্ষার রাতে বর্ষণ-মুখর
বিপুল নিভৃতি-তলে বিজলী ঝলক
যেমন শিহরি ওঠে প্রাণের ভিতর
তেমতি জাগাও মনে জ্যোতির পুলক।
ছিন্ন, খণ্ড যতো কিছু, করো সমন্বিত
অখণ্ড অপূর্ব ঐক্যে তোমার মাঝারে ;
যেন প্রাণ-সরিতের স্রোতে বিগলিত
দ্বৈতের সকল ভেদ মিশে একাকারে।
অপূর্ব স্নিগ্ধতা কতো তব দেহ হ'তে
নিঝরিছে অহরহ নিখিল জগতে !
মা, তুমি যে আছো যুড়ে সারাবিশ্বময়
পূরি তব সন্তানের দেহ মন প্রাণ,
প্রতিটি প্রাণের স্পন্দ গা'ক তব জয়
সঁপি নিত্য পদে তব অজস্র প্রণাম।

১৮

খুলে বলো জননি ! নির্মলা,
যে কথা হবে না কভু বলা,
কখন প্রথম দেখা, অয়ি মাতঃ, তোমায় আমায়
জীবনের কোন পথে, জনমের সে কোন উষায় ?
প্রথম দর্শনে তব প্রাণ-শতদল
কেঁপে উঠেছিল কি গো স্নেহে টলমল ?

বুকে তব সনাতনী জননীর প্রাণের ফোয়ারা
উৎসারি কি তুলেছিল শতমুখা আনন্দের ধারা ?
সে কথা তোমার মুখে শুনিবারে কেন ইচ্ছা হয়
জানিনে মা ; তুমি দিব্য জীবনের বিপুল বিস্ময় !
প্রাণের প্রথম স্পন্দ হৃদয়ে নেহারি
নিখিলের প্রাণ সিন্ধু হে বিশ্বজননি !
তোমারো কি মর্মতলে গেছিলো সঞ্চারি
অজস্র পুলক ধারা ত্রিলোক পাবনী ?
খুলে্ বলো মাতঃ, সেই কথা
জনমের আদিম বারতা ।
এখনো নিমেষ মাতঃ, হেরিলে তোমায়
বহু যুগ যুগান্তের পট-ভূমিকায়
উঠে ভাসি তব হাসি, শুধু পড়ে মনে
আমার ললাটে তব প্রথম চুম্বনে
যে পরশ লেগেছিল পেলব, মধুর
সমুদ্র-শীকর-সিক্ত মলয় বায়ুর,—
তাতে ফুটেছিল বুকে বিশ্বময় কতে ফুলরাশ,
কতো বর্ণ গীতিভরা জীবনের বিপুল বিলাস ।
তোমার কুন্তল গন্ধে, বাহুর পরশে,
তব স্নেহ বিগলিত আঁখির দরশে,
তব চীরলীলাময় প্রাণের আহ্বানে,
মর্মমূলে মধুবর্ষী মোহময় গানে,
তব কর কমলের পরশে কোমল
তব হৃদয়ের মৌন নিভৃতি নির্মল,
রচেছিল যেই পরিবেশ—
আজো তা' মা, অপার অশেষ !

তাই মাতঃ, শুনি যতো তব আলাপন
মধুময় বসন্তের কোকিল কূজন,
আজো যে চকিতে চিত্তে জাগে
বিশ্ব চিরন্তন বাঁধা তব অনুরাগে।
তোমায় চিনিতে নারি, অয়ি মা, অধরা,
মৌন তব রহস্যে মুখরা।
যবে তুমি কাছে থাকো, ভাবি আছো দূরে,
দূরে গেলে বাণী তব প্রাণ রাখে পূরে।
অরূপ হইতে তব কতো রূপোদয়
নির্গুণে জাগাও কতো গুণের বিস্ময়!
এ লীলা রহস্যে ভরা বিশ্বের বাসনা
রচে দিক নিত্য তব প্রণতি, বন্দনা।

১৯

সৃষ্টির উষায় মাতঃ প্রথম যে দিন
অঙ্কে তব জীব শিশু এলো মা, নবীন
সে দিন হইতে তব স্নেহসিন্ধু তলে
হর্ষের হিল্লোলে কত এ বিশ্ব উছলে!
প্রতিটি সন্তানে মাতঃ, নিবিড় বেষ্টনে
মা, তুমি রেখেছো ঘিরে বিপদে ব্যসনে।
প্রাণের মাধুরী তব লহরে লহরে
ছুটিতেছে নিত্যকাল বিশ্বচরাচরে।
শতরূপে নবায়িত তাহার লীলায়
অপরূপ এ ধরণী ; দূর নীলিমায়
গ্রহ, উপগ্রহ, তারা, নীহারিকা জাল
জ্যোতির বিলাসে সবে খেলে চিরকাল!

শিশুর দর্শনে মাতঃ, হৃদয়ে তোমার
যে অমৃত প্রস্রবণ নিত্য উৎসরিত,
যে নির্মল মধুময় প্রাণের ঝঙ্কার
শিশুর হৃদয় তন্ত্রে করো মা, ঝঙ্কৃত,
যা'দের হৃদয়ে জাগে তাহার আভাস
তা'রাই সহস্র কণ্ঠে গায় তব কথা,
প্রাণের ভঙ্গীতে পায় নিমেষে প্রকাশ
তব স্নেহসাগরের শুচিতা শুভ্রতা।
যতো তৃপ্তি, শান্তিসুধা বিশ্বের ভিতরে
তাদের দৃষ্টিতে ক্ষরে সহস্র নির্ঝরে।
কবি, শিল্পী কারুকার নিয়ে তার কণা
করে মর্ত্যে শাশ্বতের অপূর্ব সাধনা।
মাতঃ, তব শক্তিধারা স্নিগ্ধ, অনাময়
দিকে দিকে বিকশিছে বিশ্বের বিস্ময়।
সেই শকতির বশে বিশ্ব বেগবান,
জ্ঞানের কল্যাণময়ী প্রকাশের ধারা,
জগতে মানব-মনে নিত্য বহমান
বিচিত্র বিপুল বেশে, রহস্যে অপারা।
মোদের স্বপন, আশা, ছবি কল্পনার,
ভঙ্গুর বুদ্‌বুদ্ সম তব নেত্রতলে
নিত্যনব ঝলমলে। মিশায় আবার
হৃদয়-সিন্ধুতে তব অসীম অতলে।
শিশু বুকে তুলি মোরা কত কলরোল,
সুখের দুঃখের, শত দ্বন্দ্ব-মিলনের,—
এ যেন মা, আনন্দের অনন্ত হিল্লোল
তোমার হৃদয়ভরা অজস্র ছন্দের!

রাজো তুমি স্থিরদ্যুতি, আড়ালে মায়ার
শান্তজ্যোতি রসোচ্ছল আনন্দ-প্রতিমা,
সর্বগতা, সর্বাতীতা, সমা, সর্বাধার
অক্ষরা, অচ্যুতা, শুদ্ধা, নীরজা নীলিমা।
বিশ্বকল্যাণের তুমি অদ্বৈত আধার,
বিশ্বের প্রণতি লুটে চরণে তোমার।

২০

জ্যোতির অমৃতে পূরি রবি, শশী, তারা
দোলা তুমি দিতেছো মা, তব বক্ষতলে ;
তোমার মায়ার টানে হয়ে আত্মহারা,
অবশ ঘুরিছে সবে তব লীলাছলে।
তুমি স্বচ্ছ সর্বরূপা ; অরূপা তোমার
অনবদ্য রূপরাশি যায় না যে ধরা।
কতো জপ, কতো তপ নির্জনে নিশার
কতো ধ্যান নেহারিতে সে রূপ-পসরা।
তব রূপ বোধাতীত, মানসের পারে,
যা'র চোখ খোলো তুমি শুধু সে নেহারে।
সূচীভেদ্য তমোরাশি বিপুল আঁধারে
নামে যবে ঘন হয়ে চিত্তপারাবারে,
বিষয়ের রসলীলা ক্ষণে উবে.যায়
মন, বুদ্ধি পঙ্গু হয় দৈন্যে নিরাশায়,
যখন আকুলি ওঠে তব শিশুগণ,
সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে, সকল মনন,
ডাকে তোমা আর্তিহরা "মা" "মা" রব তুলে,
ডুবায় বিশ্বাসভেলা পড়িয়া অকূলে,

তখনি জননি ! তব হৃদয় ভরিয়া
বাৎসল্য রসের ধারা উঠে উছলিয়া।
সে অমৃতক্ষণে বিশ্ব হেরে মাতৃ-রূপ
জীব বুকে ওঠো ভাসি হয়ে অপরূপ।
যে তারা হারায় তার দৃষ্টি দীপ্তিমান্
যে পাখী উষায় ভোলে আপনার গান,
মদন-দেউল সম যে দেহ নারীর
জরাজীর্ণ হয়ে কাঁদে শয্যায় ধূলির,
হেরি যৌবনের যাত্ন, উন্মাদ উচ্ছ্বাস
বিশ্বজন করে যতো ভোগের উল্লাস,
বিরহী হৃদয় সব-হারানোর পারে
যতো হাতড়ায় বসি ঘন অন্ধকারে,
কিশোরীর অনাবিল চঞ্চল স্বপনে
যতো আকুলতা জাগে প্রিয়ের সঙ্গমে,
যতো রক্ত, শ্রম, অশ্রু ঢালি অহরহ
শ্রমিকেরা ভুগে শত লাঞ্ছনা দুর্বহ,
ধনিকের অবরুদ্ধ বিশাল তোরণে,
বঞ্চিতের ক্ষুধা যতো পুঞ্জিত বেদনে,
বাজায় আকুল-করা ব্যথার মোহিনী,
শান্ত নেত্রে সবি তুমি নেহারো জননি !
তব দৃষ্টি অপলক সকলের 'পরে
রয়েছে জাগ্রত বিশ্বে,—স্নেহের নির্ঝরে
অভিষিক্ত করো সবে—পাপী, পুণ্যবান্
লভে তব স্নেহামৃত সকলে সমান।
দাও যত দৈন্য, দুঃখ অভাব, নিগ্রহ
হয় সবি কৃপাঝরা তব অনুগ্রহ !

জননি ! ভোগান্ধ নর তব রসকূপ
বোঝেনা শাশ্বত এই অখণ্ড স্বরূপ !
নাহি মাতঃ, এ রূপের কোনই তুলনা—
সেই রূপালোকে জাগে প্রবুদ্ধ চেতনা,
অপ্রাকৃত জগতের, অব্যক্ত লোকের ;
কামগন্ধ লেশহীন সকল কালের।
সেথা কতো রূপ তব, কতো সুখধাম,
তব তনুতটে কতো লীলা অভিরাম,—
প্রেমের প্রাণের কতো বিমল উচ্ছ্বাস
কতো শান্ত আনন্দের প্রদীপ্ত প্রকাশ,
কতো রূপ-লাবণ্যের অতল সাগরে
কতো দিব্য লীলা চলে নিত্য সুরে নরে !
কতো স্বপ্ন, কতো মায়া, মহা-বিশ্বময়
খুলে দেয় শান্ত, স্বচ্ছ সত্যের হৃদয়।
হিরণ্যগর্ভের কতো স্বয়ম্ভূ-বিলাস
হৃৎ-পদ্মে কতো মধু সুরভি উচ্ছ্বাস।
সবি' এক অপরূপ প্রকাশের ধারা
হৈমবতী মা, তোমার হৃদয়ে অপারা।
জীবকণা ধীরে ধীরে নীরবে মিলায়
তোমারি প্রাণের শান্ত সিন্ধু নীলিমায়।
বিশ্ব ধন্য হয়ে যায়, জীব আপ্তকাম,
সঁপে সে সর্বস্ব দিয়ে সফল প্রণাম।

২১

মা আমার! তুমিই মা, বিশ্বের অভয়,
শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্র, মন্ত্র তব পরিচয়
কখনো পারেনি দিতে ; প্রথম যে দিনে
আঁখি মেলি হেরি তব নয়ন-নীলিমে,
বিপুল স্নেহের সিন্ধু, উদার নির্ম্মল,
সে দিন বুঝেছি, বেদ-শ্রুতি-সমুজ্জ্বল
সকল শাস্ত্রের শত সনাতনী বাণী
মুকুতা প্রবাল সম লজ্জায় মু'খানি
রেখেছে লুকায়ে তব উদার উরসে।
বাক্ মৌন তব দিব্য জ্যোতির ঝলসে।
তব শান্ত নয়নের পরশ উজ্জ্বল
সুপ্ত শিশুবুকে তব যবে অবিরল
ঝরেছিল, এ নিখিল রোমাঞ্চে শিহরে
"মা মা" রবে মুখরিল বিশ্ব চরাচরে।
সেই "মা, মা" আদি বাণী হৃদয়-শঙ্খের
যে দিন আকাশতলে উঠেছিল ফুটে,
জানিনে মা, তব বুকে বিশ্ব-নিখিলের
কতো মহোৎসব লীলা গিয়েছিল লুটে।
আজো সেই আদিবাণী হৃদয় গুহায়
আনে কি যে মধুময় আনন্দ ঝঙ্কার,
তাহারি প্লাবনে স্বর্গ নামে এ ধরায়
পায় বিশ্ব মুক্তি-বাণী পরিপূর্ণতার।
মাতঃ, তব স্নেহাঞ্চল ধরিলে আঁকড়ি
যে অভয় অনাময় পূরে' এ হৃদয়,

তাহে বিগলিত হয়ে যাই মা, পাসরি
জন্ম, জরা, মৃত্যুশোক, তাপ, দৈন্য, ভয়।
ভাসে ধ্রুব স্মৃতিপটে চিত্তের দর্পণে
বিঘোষিয়া জ্যোতির্ময়ী জননী-মহিমা
তব অফুরান লীলা যুগায়িত ক্ষণে,
আনন্দের কতো তব প্রকাশ-ভঙ্গিমা।
কতো জন্মজন্মান্তরে লোক লোকান্তরে
মা, তব হৃদয়পুরে করিয়াছি বাস,
জাগে যবে সেই স্মৃতি মম প্রাণ 'পরে
কি অপূর্ব লীলা তব হয় মা, প্রকাশ।
স্নেহক্ষীরা নয়নের অমিয় পরশে
এ দেহের প্রতি অণু ওঠে মা, নাচিয়া,
অচিন্ত্য, অপূর্ব তব দিব্য প্রাণ রসে
চিত্ত মম বিশ্বময় যায় হিল্লোলিয়া।
বাসনার, কামনার সহস্র কুণ্ডল
শরতের মেঘ সম নিমেষে মিলায়,
তোমার পাবন শ্বাসে সৌরভে উচ্ছল
তব জ্যোতির্ময় বুকে মৌন নীলিমায়।
জীব-শিশু নিয়ে বুকে খেলো কত খেলা
বুঝিবার শক্তি নাহি,—নিত্যই নূতন
হৃদয় সাগরে তব কোটি জীব ভেলা
নাচে, দোলে, ছুটে আর ডোবে সর্বক্ষণ।
তব দৃষ্টি অপলক প্রখর, বিমল,
নিবাত, নিষ্কম্প, শান্ত দীপশিখা সম,
প্রতিটি প্রাণের গতি নেহারে কেবল,
অপূর্ব বৈচিত্র্যে ভরা কমনীয়তম।

হে জননি ! সর্বময়ি ! চিদানন্দরতা
ও তব অলক্ত রাঙা পদরেণুতলে
আমার সকল তীর্থ, সকল দেবতা
কোথায় তলিয়ে যায় জানিনে মা, পলে !
তব প্রাণ রশ্মিপাতে অণুর মরমে
অনন্ত শক্তির লীলা পায় পরকাশ ;
তার কণা মাত্র দিয়া পূর্ণ করো ক্ষণে
এই মহাকাশ আর চিত্ত-চিদাকাশ ॥
তোমারি পরশে মধু-রহস্যে উদার
নিখিলের মনোগতি হয়ে অপরূপ,
ছুটে নিত্য লভিবারে কোন্ পারাবার,
কোন মহাসাগরের অখণ্ড স্বরূপ ?
আমায় নিতেছো কোথা নারি মা, বুঝিতে
এ কোন বিজলি-জ্বলা শক্তির সরিতে !
দিকে দিকে শুনে সদা তব জয়গান,
লুটে নিত্য তব পদে বিশ্বের প্রণাম ।

২২

মাতঃ, এই জগতের প্রতিটি উষায়
সৃষ্টির সরিৎ-তটে একান্ত বিজনে
যে উৎসব রচো নিত্য প্রাণের শিখায়,
যে দিব্য দীপক জ্বালো জীবের জীবনে
কোন কবি পারে দিতে তাহার তুলনা ?
তব দেহকান্তি হ'তে দিগ্ দিগন্তরে
অসীমের পানে ছুটে জ্যোতির ঝরণা
মধুচ্ছন্দে লীলায়িত সুরের নির্ঝরে ।

খোলো অন্তরের আঁখি ; চাহ ওগো চাহ,
কতো অপরূপ মম জননীর খেলা ;
কতো আদিঅন্তহীন রসের প্রবাহ
ছাপিয়ে যেতেছে হৃৎ-সাগরের বেলা !
অগাধ, অবাধ লীলা, অতল সঞ্চারী
চঞ্চল রক্তের স্রোতে গোপন বিহারী।
মাতঃ, তব প্রাণলীলা কতোই নিবিড়,
দূরাগত বনানীর নীলিমার মত,
রচে দেয় ক্ষণে ক্ষণে আড়ালে আঁখির
রসোচ্ছলা ধরণীর কতো মধুব্রত !
আবেশে অবশ করা প্রশান্তি গহন
তোমার নয়ন হতে যবে নিদ্রারূপে
ঝরে বুকে শতধারে বুঝি মা, তখন
কী গভীরে থাকো তুমি প্রতি প্রাণকূপে !
কুন্তল-সুরভি তব অঞ্চল লীলায়
প্রবেশে মরম তলে, রসের আবেশে
দেহ মন বিন্দু সম সিন্ধুতে মিলায়
তোমার প্রাণের পূত মৌন পরিবেশে।
সুপ্তদেহে সংবেদিত হৃদয় সীমায়
পূর্ণিমা জোয়ার ছুটে পরিপূর্ণতায়।
মনে প্রাণে বুঝি মা, তখন
এ বিশ্বের একতমা তুমিই জীবন।
চিত্তভূমে বাণীরূপে তব অভ্যুদয়
বেদরূপা, বোধিরূপা, বিশ্বের বিস্ময় !
যবে তুমি ধীরে কথা কও,
রসোচ্ছলা রাগিণীর নির্ঝর ছোটাও,

হৃদয়ের সব ভাব-ধারা
সংস্কারের ভাঙি লৌহকারা,
অভ্যাসের সুকঠোর পাষাণ বিদারি
সপ্তস্বরা প্রাণবীণা তোলো মা, ঝঙ্কারি।
আনন্দের নিত্যধাম মাতঃ, তব সুরের শিখায়
হয়ে ওঠে দীপ্তিমান, স্বতোদীপ্ত তব প্রতিভায়।
রসের পরমা মূর্তি ফোটে তব গানে
প্রাণের রসালা স্ফূর্তি বৃষ্টিধারে নামে।
এ বিশ্বের হৃদয়- কমল,
বৈদ্যুত-পরশে তব হয়ে যায় দীপ্ত ঝলমল।
জর্জর মানব মন জরার বন্ধনে
আবার পুষ্পিত হয় জীবনে, যৌবনে,
মাতঃ, তব বাণীর বিভায়
মধুময় ভাবের লীলায়।
মানবের ছোটো-খাটো বহুমুখী ক্ষীণ প্রাণধারা
রসের আকূতি ভরা নির্ঝরে কল্লোল
ছোটে যবে ভোগভূমে, বাণী তব ভাঙে স্বপ্নকারা,
জাগাইয়া শাশ্বতের সহস্র হিন্দোল।
ভাবৈক-রসালা তব বাণীর মাধুরী
অবাধ স্বচ্ছন্দ-গতি যবে বহি যায়,
আমরা নির্বাক থাকি, আনন্দে শিহরি,
নীল মহাকাশ তলে, মোহিনী মায়ায়।
প্রতি জীবে কোটি প্রাণ ধারা
সুরে তব হয় একাকারা।
মা, তুমি মহিমাময়ী ভাবের বিলাসে
প্রকাশের বেদনায় নিত্য বেপমান ;

বাঙ্ময়ী তরণী তব সঙ্গীতের রাশে
জীব বুকে জাগায় মা, তোমারি আহ্বান।
মাতঃ, তব অন্তরের দিব্য প্রতিভায়
বাণী যবে ওঠে জ্বলি বিদ্যুতের মত
প্রতি জীব-চিত্ত মূলে নিমেষে জাগায়
লাবণ্যধামের ছবি দূর স্বপ্নাগত।
কতো তার মুগ্ধ আকর্ষণ
তানে লয়ে নিখিল লোভন।
জীবনের রসালাপ বিচিত্র বিপুল
প্রতিদেহ অণুতলে হয় উচ্ছ্বসিত।
আত্মা মোর দিশাহারা বিহ্বল আকুল
রচে তব পূজারতি ভকতি-বাসিত।
আনন্দের কোটি কণা দীপ্তিতে তারার
চিত্তাকাশে রচি দেয় দেয়ালি উৎসব;
থাকো তুমি ধ্বনিময়ী বিশ্ব বসুধার
বেদসার শক্তি-মৌন অখণ্ড প্রণব।
বিলাস বিভ্রম তব মধুচ্ছন্দা গতি
লোকোত্তর মাধুরীর অনবদ্য যতি।
মাতঃ, তুমি অনির্বচনীয়া
সর্ব রূপে, ভাবে অদ্বিতীয়া।
কঠোর তপস্যা রাত্রি যবে হয় শেষ
উষালোকে ধরে বিশ্ব অপরূপ বেশ,
কাঙাল মনের তুচ্ছ, ক্ষুধিত বাসনা
কাকুতি মিনতিময়ী আতুর প্রার্থনা,
যবে মাতঃ, ধীরে থেমে যায়,
প্রাণ হয় কুণ্ঠিত লজ্জায়,

মা, তব অধরকোণে চাপা হাসিকণা
ছুটায় জীবের বুকে স্বপ্নের ঝরণা।
নিখিলের মর্মকথা রূপ নেয় মাতঃ, তব গানে
ধরণী শীতল হয়, শান্ত হয়, তোমায় প্রণামে।

২৩

মাতঃ, তোমা যতো মোরা প্রকাশিতে চাহি,
মনে হয় যেন কিছু বলাই হলোনা।
তব স্নেহসরে যতো উঠি অবগাহি
ইচ্ছা হয় ডুবি আরো, আরো অতলে মা!
খুঁজিতে খুঁজিতে তোমা ছুটে যতো যাই
পলে পলে আপনারে ততোই হারাই;
সবে কহে আছো তুমি অন্তরে বাহিরে
ছাড়িয়ে মা, দেশের কালের ইন্দ্রজাল;
আছো তুমি সব দিকে দেহ মন ঘিরে,—
কেন তবে থাকো এতো দৃষ্টির আড়াল?
বাসনার বিপুল শিখায়,
ধ্যানের প্রশান্ত প্রতিভায়,
তোমার অপার ব্যাপ্তি বুঝি বা না বুঝি,—
তবু কেন ইচ্ছা হয় শুধু তোমা খুঁজি?
মনে হয়, যতো তোমা করি অন্বেষণ,
অতর্কিতে ভরে যায় শূন্য প্রাণ, মন।
তব কণ্ঠমুরলীর মৌন আকর্ষণে
অতিমানসের স্বপ্ন কতো ওড়ে মনে।

স্বপ্নাতীত পুলকের পাবন উচ্ছ্বাস
পূর্ণ করে প্রাণেমনে সব অবকাশ।
মা, তব মুরলী হতে খসি-পড়া গান,
ঝরা মালতীর মালা হ'তে কেশদাম,
তব কান্ত কপোলের নবারুণ রাগে
যে শান্ত সুখের জ্যোৎস্না প্রতি-চিত্তে জাগে,
সবি অপরূপ! তার গভীর ব্যঞ্জনা
রাঙায় মা, পরমের পাবন প্রেরণা।
সে যে মাতঃ, কতো কথা, কতো নিদর্শন
প্রাণের ললিত ছন্দে নিত্য লীলায়িত,
লোক চক্ষে যাহা তুচ্ছ, হীন, অশোভন
কি পাবন দৃষ্টিপাতে করো তা' পাবিত।
মাতঃ, তোমা যতো খুঁজি, যতোই নেহারি
হৃদয় ছাপিয়া ছুটে শুধু অশ্রুবারি।
মন বুদ্ধি নিমেষেই হয় অস্তমিত,
চক্ষু, কর্ণ, নাসা, ত্বক, হয় মা, মুদিত।
বিশ্বে তুমি, লোকোত্তর, সৌন্দর্যে অপারা—
সনাতনী মৌনময়ী প্রকাশের ধারা।
কহে মন, বেদ স্মৃতি পুরাণ দর্শন
বাক্যের বিকার সবি, সত্য-আবরণ;
সবি তুচ্ছ, যুগ-যুগ-বাহী জ্ঞান-মল।
কেউ মা, বুঝেনি তোমা, বুঝিলে তখন
মৌন হয়ে, স্তব্ধ হয়ে বুঝিতো কেবল—
তুমি যে বোধের সিন্ধু অগাধ গহন!
মাগো, তোমা কোটি কল্প বুঝিতে বুঝিতে
বোধের অতলে শান্ত, ডুবিতে, ডুবিতে

সৈন্ধবপুত্তলি সম কতো যোগী গেছে বিগলিয়া
অমৃত সিন্ধুতে মহামৌনতলে নীরবে মিশিয়া।
তোমার উদার বুকে সনাতন প্রাণে
নিরুদ্দেশ কতো ভক্ত তোমারি সন্ধানে !
যে তোমার কৃপাকণা পেয়েছে মা, লেশ,
সে হয়েছে মৌনানন্দে গিরি হিমবান ;
সব চিত্তগতি স্তব্ধ, একাগ্র নিঃশেষ,
সে শুধু শোনে মা, তব শাশ্বত আহ্বান
মহামৌন নীরব, নিথর
নিরুদ্ধ উচ্ছ্বাসে স্ফীততর।
মা, তুমি প্রাণের সিন্ধু অতল অপার,
কেহ কি পেয়েছে তার সীমা ?
তাই এতো কোটিমুখে কথার ঝঙ্কার,
প্রকাশিতে তোমারি মহিমা।
মানবের দৃষ্টি অন্ধ, শ্রবণ বধির
মানস নয়ন আজো সংশয়ে ধূমল,
অন্ধ পঙ্গু সম সবে ঘুরিছে অধীর
দুঃখে দৈন্যে শোকে তাপে ঢালে অশ্রুজল।
আনন্দের কণা দিয়ে ওগো মা, চিন্ময়ি !
মৌন করো মন বুদ্ধি, শুদ্ধা সত্ত্বময়ী,—
যেন সর্ব ভাবে, কর্মে, তপে, দানে, কামে
জীবন অমৃত লভে তোমায় প্রণামে।

২৪

মা আমার ! তুমি মোরে এনেছো কোথায় ?
এ কোন লাবণ্য ধামে ? কোন দেবালয়ে ?
এ বিশ্বে দিয়েছো ছাড়ি এ কোন খেলায়
পূর্ণ করি প্রাণ মম বিপুল বিস্ময়ে ?
স্পর্শ তব সুধা রসে স্নিগ্ধ, সুশীতল
রাঙিয়ে তুলেছে মম চেতনা গভীর,
কতো স্বপ্ন অপরূপ বিচিত্র, বিমল
ফুটিছে ফিরিয়া মম প্রাণের শরীর।
যখনি যে দিকে ছুটি তোমার অঙ্গনে
শ্রীপদ পরাগে প্রাণ হয় ধূসরিত।
কি মত্ত আনন্দ জাগে হৃদয় স্পন্দনে
বাণী যবে তব কণ্ঠে গীতেমঞ্জরিত !
যদি ইচ্ছা হয় তব মাতঃ, ইচ্ছাময়ি,
রচে দাও দিব্য বোধি অণুর উদরে ;
অনাদি শূন্যের বুকে সর্ব প্রাণজয়ী
আনন্দ লহরী তোলো হৃদয়-অম্বরে !
সাধ যায় একবার নিমেষের তরে
হেরি তব সেই লীলা বিস্ময়ে চরম,
যার স্নিগ্ধ, সুশীতল তেজের সায়রে
গলে যাবে সংস্কারের সকল বন্ধন,
প্রপঞ্চ-প্রবাহ-গত জন্ম জন্মান্তের
সঞ্চিত, প্রারব্ধ, ভাবী সকল কর্মের।
অচিন্ত্য, অনন্ত পথে তব সোমধারা
সোমন্তনী জননি ! আমার,

তব বক্ষ হতে ছুটে বিশ্বে আত্মহারা
কোটিপথে অজস্র, অপার।
যতো তব স্নেহসুধা করে জীব পান,
ততো তৃষা যায় বেড়ে, প্রাণ পুলকিত ;
ঘিরি তোমা নাচে সবে, মাতে, গায় গান,
“মা মা” গীতে সপ্তলোক করি কুহরিত।
কিরূপে, কখন, কেন এ অপূর্ব্ব পুরে
মায়ায় বিহ্বল করি, অবশ, মাতাল,
মানবে দিয়েছো ছাড়ি, থাকি নিজে দূরে
অন্তরালে, মৌন টানে ডাকো চিরকাল ?
আঁধার কুটিরে যারা
জীবন করেছে কারা
সংসারের নিয়ে বাঁধা বুলি,
প্রাণেরে পরায়ে অন্ধ ঠুলি,
ভেঙে দাও সব ছল কঠোর আঘাতে
বাজাও প্রাণের বীণা নবীন প্রভাতে।
বিশ্ব হোক মাতঃ, তোমাময়,
স্বতোজ্জ্বল, স্নিগ্ধ, শম-ময়।
তব দৃষ্টিপাতে জাগে নিখিলের প্রাণ,
পাষাণের বুকে ফুটে তোমার প্রণাম।

২৫

মা, মহেশ্বরী

সকল শক্তির উৎস তুমি মহেশ্বরী
মাতঃ তুমি ত্রিপুর সুন্দরী
পরানন্দে ডুবাইয়া সকল ভুবন।
কল্যাণে সৌন্দর্য্যে নিরুপম।
তোমার স্বরূপ মাতঃ, কেহ নাহি জানে
সর্বরূপে অনবস্থা তুমি।
পুরুষোত্তমের দিব্য সনাতন ধামে
তুমি মা, শক্তির শান্ত ভূমি।
যাহা আছে, যাহা নাই লোকলোকান্তরে
সবি তব কৌতুকের খেলা;
তুমি ছাড়া নাহি কেহ সর্বচরাচরে
তোমা নিয়ে আনন্দের মেলা।
মাহেশ্বরী রূপে যবে প্রকাশো আপনা
শক্তিসার জ্যোতির প্লাবনে,
সকল জ্ঞানের মাঝে তোমারি রঞ্জনা
ফুটে নিত্য ভুবনে ভুবনে।
বুদ্ধির ইচ্ছার সীমা করো বিগলিত
বিরাটের বিপুল অতলে;
করুণা ধারায় মাতঃ, করো মা সিঞ্চিত
নিখিলের প্রশান্ত মঙ্গলে।
বিধরণী শক্তি তুমি সকল সত্ত্বায়
প্রাণকোষে পূর্ণতা পরম;
সর্বদৈন্য প্রশমনী দিব্য প্রতিভায়
দেশকাল করো অতিক্রম।

শক্তি তব অনির্বচনীয়া,
সম্ভূতি বিনাশে কমনীয়া।
তুমি রাজ রাজেশ্বরী, — মহিমা তোমার
প্রশান্ত, বিশাল, সীমাহীন ;
মানবের মন, বুদ্ধি, সম্বেগ ক্রিয়ার,
শুচি করে' করিছ নবীন।
পরম জ্ঞানের ভূমে, মহতে ভূমার
প্রাণধারা করো উৎসারিত ;
জ্যোতির প্লাবনে শান্ত, আনন্ত্যে উদার
সব ভেদ করো বিগলিত।
বহু, ক্ষুদ্র, খণ্ড যাহা অখণ্ড স্বরূপে
স্পর্শে তব পায় দিব্য বিভা ;
জীবে জীবে উঠে হাসি ক্ষুদ্র রসকূপে
আনন্ত্যের অদ্বয়তা শিবা।
ঐশ্বর্যের সমারোহে পরম জ্যোতির
কি প্রশান্ত মহিমা প্রকাশো।
অতুলন গতিচ্ছন্দ তোমাতে নিবিড়
আনন্দের আনন্ত্যে উল্লাসো।
জ্ঞানের বিপুল ধামে, অসীমে অতলে
গোপন রহস্যলোকে কত,
দিব্য শক্তি-রূপ-লীলা নিত্য ছলছলে
নির্ঝরিয়া আনন্দের ব্রত,
গীতির গলিত ধারাকারে
মানসের এপারে, ওপারে !
তুমি বিশ্বাতীতা মাতঃ, আদ্যাশক্তি পরা ;
সৃষ্টি স্থিতি লয়ের বিলাসে,

পুরুষোত্তমের সাথে তব ক্ষরাক্ষরা
লীলার রহস্য কতো ভাসে।
অখণ্ড আনন্দলোক মা, তব অপার
অদ্বৈত লীলায় রূপায়িত,
সকল প্রপঞ্চে তব বিভূতি সম্ভার
বিপুল বৈচিত্র্যে বিলসিত।
মহেশানি! চেতনার অনন্ত সাগর
মথিয়া তুলিছ সুধা-সার;
প্রেমে ভক্তিরসে মত্ত করো চরাচর
বেদী-পিঠে প্রমত্ত লীলার।
বিরাটের বুকে মাতঃ তুমি মহেশ্বরী
প্রাণ শক্তি, পরমা প্রেরণা;
প্রতি বুকে বাজে তব বীণার বাঁশরী,
জাগায়ে প্রাণের উন্মাদনা।
শক্তিধারা প্রাণোজ্জ্বলা করো উদ্ভাসিত
বিশালতা অতিমানসের;
ঐশ্বর্যের যতো মোহ করি অপাবৃত
খুলে দাও মহিমা সত্ত্বের।
তুমি মা, সত্যের সোমধারা
অভীপ্সায় উচ্ছল অপারা।
মহেশের অপ্রমেয়া শক্তি স্বরূপিনী
মাতা, কান্তা, কন্যা একাধারে;
কামেশ্বরী, কামহরা সর্ব সংযমনী,—
এ রহস্য দুর্জ্জ্ঞেয় সংসারে।
তন্ত্র, মন্ত্র, যন্ত্রময়ী তুমি মা, স্বাধীনা
অকুণ্ঠিতা তব স্বৈরগতি;

প্রতিরূপে অপরূপ অচিন্ত্য মহিমা,
রূপের অনন্ত পরিণতি।
বিভূতি, বৈভব তব বিশ্বচরাচরে
বিলসে কলাণে, কান্তবেশে ;
ত্রিগুণ-ত্রিশূল-অহি-অর্ধচন্দ্র করে,
কামগতি ছুটো সর্বদেশে।
মাঙ্গল্যে, সর্বার্থে, মোক্ষে তব ঈশনায়,
প্রতিভায় করি অবগাহ
সৌভাগ্যে, সম্পদে, কেহ নাচে মত্ততায়,
কারো বুকে দারিদ্র্যের দাহ।
তুমি আছা, পরা শক্তি ধ্রুবা, সুরঙ্গমা,
পরমের নর্ম্মসহচরী,
পুরুষোত্তমের তুমি রঞ্জনা, শোভনা,
বিশ্বতীতা শান্তা সর্বেশ্বরী।
সকল প্রপঞ্চ পারে তব অবস্থান,
তোমাতেই সমাহিত সব পরিণাম।
সকল সত্তার মূলে তুমি ব্যাপ্তিময়ী
স্থিরবেদী বিশ্ব কল্যাণের ;
তব ওজোবীর্যে জীব হয় মৃত্যুঞ্জয়ী,
প্রাণশক্তি তুমি মা, বিশ্বের।
নিষ্কম্প বেদাগ্নিশিখা তুমি সুশীতল
মানসের সুগোপন দেশে,
অলৌকিকী অপ্রমেয়া প্রভায় তরল
সব দ্বন্দ মিলাও নিমেষে।
জীবের সকল অঙ্গে ধমনী, শিরায়
সঞ্চারিনী শক্তির স্ফুরণে ;

বলবীর্য্য দাও মাতঃ, সত্যের সেবায়
যার যাহা লাগে প্রয়োজনে।
জ্ঞানকামী তোমা হতে লভে আরো জ্ঞান,
সত্যকামী সত্যালোক আরো;
দৃষ্টি তব সর্ব্বজীবে ঝরিছে সমান
সৌররশ্মি সম শুভ্রতরো।
প্রপঞ্চের ধূলিরাশি করে না মলিন
মাতঃ তব নির্ম্মল নীলিমা,
দৃষ্টিতে ছড়াও তুমি নির্লেপ স্বচ্ছতা
ধৌত করি' সকল কালিমা।
তুমি দিব্য জ্যোতির ঝরণা,
অপার শক্তিতে অনুপমা।
সত্যের রহস্য মাতঃ, তব নেত্রে মুখে
মৌনতলে ফুকারে মরমে;
সকল প্রকাশে মাতঃ, প্রতি জীব বুকে
মধুধারা ঢালো মা, পরমে।
তুমি জ্ঞানঘনা সর্ব-সুষমা-সুন্দরী,
শক্তিকূট, নির্মলা, মধুরা,
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড 'পরে জ্ঞানেশ্বরী তুমি
তুমি মৃত-সঞ্জীবনী সুরা।
রাজো ওতপ্রোত বিশ্বে, নির্লে'পা, স্বাধীনা,
তুমি শান্তা, চির অবন্ধনা।
তব গতিচ্ছন্দে চলে বিশ্ব-ধূলিকণা,
চলার গমকে নিরঞ্জনা।
শিলাসন্নিবেশ সম ধ্বংসের ধারায়
থাকো নিত্যা, শান্তা, নির্বি'কারা,

নির্মল নীলিমা সম আবর্তে ঝঞ্ঝায়
জ্ঞানের বিলাসে চমৎকারা।
কণ্ঠের কাকলি হতে, ঝরে শান্তিসাম,
অবিরাম শ্রাবণ নির্ঝরে;
সত্যোজ্জ্বলা হাসি তব আনন্দের বান
প্লাবে প্রাণ লহরে লহরে।
সত্যের প্রেমের তব শাশ্বত বন্ধনে
প্রণমে তোমায় জীব জনমে মরণে।

২৬

মা মহাকালী

মা তুমি সৃষ্টির মূলে হও প্রকাশিতা
কতো রূপে নাহি তার সীমা;
মহা মহা শক্তিব্যূহে তুমি সমুদিতা,
প্রতিরূপে অচিন্ত্য মহিমা।
তুমি মাতঃ শক্তিঘনা রৌদ্রী মহাকালী,
ওতপ্রোত নিখিল ভুবনে;
কোপময়ী কালাগ্নির শিখা রাখো জ্বালি
দেবদ্বেষীতরে ত্রিনয়নে।
ভীমা ভয়ঙ্করীরূপে করাল-দশনা
বিলম্বিতা জিহ্বা লেলিহান,
মুক্তকেশী, ধাবমানা, স্রস্ত-দিগ্বসনা;
বাম করে উদ্যত কৃপাণ,

রক্ত-ঝরা সন্থচ্ছিন্ন সন্তানের শির ;
ডান হাতে জাগাও আবার,
অভয়ের অনায়াস আশ্বাস সৃষ্টির,
মুক্ত করে বরের সম্ভার।
দশনের দ্যুতি হ'তে বিজলীর তীর
ভয়ের আঘাত বুকে হানে,
কেশজালে ঘনায়িত তমের তিমির
হেরি' মৃত্যু শিহরে মা, প্রাণে।
সন্থশ্ছিন্ন করপুট-গাঁথা কাঞ্চীদাম
কেন মাগো, কটিতটে পরো ?
মুণ্ডমালা হেরি জাগে ভয়ের তুফান,
কেন মা, তা' গলে, বুকে ধরো ?
মা, তব সংহার-মুর্তি দেখে কাঁপে প্রাণ,
জৈব ধর্মে জাগে মৃত্যুভয় ;
আর্তিবশে হয় দৃষ্টি ধূসরিত ম্লান,
মাতৃস্নেহে জাগে মা, সংশয় !
ভয়াভয়, হর্ষা-মর্ষ, বৈরাগ্য-বাসনা,
জন্ম-মৃত্যু, যতো বিপরীত,
সব দ্বন্দ্ব দিয়ে গড়া ও দেহ ভীষণা—
দেহে সব ভেদ সমন্বিত।
বিদ্রোহী বৃত্তির শিরে নির্মম শাসন,
বজ্রসম দারুণ দুর্বার,
করো তুমি অবিরাম অশনি বর্ষণ,
ক্ষিপ্রকরে পাষাণ-বিদার।
তনু তব নীলকান্তি মণি-প্রভাময়ী,
নীলোজ্জ্বলা বৈদ্যুতী ধারায়,

অণুবুকে সঞ্চারো মা, কতো লীলাময়ী
শক্তিরাশি অনন্ত শিখায়।
ঢালো তুমি মুক্তিকামী ভকতের প্রাণে
মধুক্ষরা ভাবের সম্বেগ;
উড়াও হৃদয় হ'তে ভজনের গানে
সংশয়ের যতো কালো মেঘ।
তুমি মা, হোমাগ্নি-শিখা ত্রিলোক পাবনী,
দৃপ্তবীর্যে দীপ্ত ওজোময়ী;
প্রতাপে প্রখরা, উগ্রা, নাশে বিলাসিনী;
মৃন্ময়ীরে করো মা চিন্ময়ী।
সিদ্ধি পথে শক্তি তব অমোঘ দুর্বার,
বাধা'পরে হানো বজ্রাঘাত।
ভস্ম করো যতো দীন হীন মিথ্যাচার
ঢালি বুকে পাবক-প্রপাত।
ওঠো জ্বলি সঞ্চারিণী প্রজ্ঞার প্রভায়
অজস্র সর্বতোমুখী গতি,
ভস্মশেষ করি দাও অহং-মমতায়
উৎসারিয়ে ভাগবতী রতি।
কালশক্তিস্বরূপিণী তুমি মহাকালী
জন্ম, জরা, বিনাশ, বিকার,
প্রতি শ্বাসে সৃষ্টিমাঝে দাও তুমি ঢালি
ক্ষরাক্ষরা বিভূতি তোমার।
নেত্রপাতে জ্বালাও মা, বিশ্বে দাবানল
চিত্তমূলে বাসনার দাহ;
নিমেষেই মরুপরে ফুলের ফসল
ফোটাও মা, প্রাণের প্রবাহ।

স্নেহ তব সেও তীব্র, পশে সুরা সম
মর্ম্মমূলে গভীর সঞ্চারে
আস্পৃহা, উল্লাস আর ভুমার প্লাবন
অতি মানসের পরপারে।
যারা চকোরের মত চাহে তব পানে
সর্বেন্দ্রিয় করি একতান,
তাদের হৃদয়পুরে উন্মীলিত প্রাণে
ঢালো দিব্য জীবনের গান।
দূষিত কামনা' পরে হানো অগ্নি তীর,
শুদ্ধ করো দহনে, আঘাতে,
বিশ্বে যারা পঙ্গু, খঞ্জ, মূক ও বধির
সোমধারা ঢালো নিজ হাতে।
ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সার মৌন অন্তরালে,
ক্রিয়াময়ী তুমি যোগমায়া,
সকল সংসিদ্ধিমূলে তুমি সর্বকালে
সামর্থ্যে রয়েছো সর্ব্বজয়া।
ভোগের দেউলে তুমি করো আনাগোনা
শুভ্রজ্যোতি ত্যাগের বৈভবে,
আনো সত্য-প্রকাশের মধুর প্রেরণা,
সুদুর্লভ মরণ-উৎসবে।
দেহ তব কজ্জলের কালোর আলোয়
বিশ্বপট চমকি উজলে ;
দৃষ্টিপাতে সব জ্বালা নিমেষে জুড়োয়,
জীবলোক আনন্দে উথলে।
সকল রঙের ছোপ যবে মুছে যায়,
দ্যুতি তব ফোটে ভিন্নাঞ্জন ;

এ প্রপঞ্চ তব দেহে ক্ষণে মা মিলায়—
কালো রঙ দীপ্ত করে মন!
সকল ভেদের উপশম—
মা, তোমার রূপেতে পরম।
তুমি মা, তামসী দেবী, ভদ্রা ভগবতী
সনাতনী, শান্তা, নিদ্রাময়ী ;
প্রলয়ের মহারাত্রি, লীলার বিরতি,
বজ্রগর্ভা ইচ্ছা-শক্তি, জয়ী।
তুমি মোহনিদ্রারূপে সকল জীবের
কর্মশক্তি করো মা, স্থগিত,
বৈষ্ণবা স্থিতির ধারা বিপুল বিশ্বের
স্পর্শে তব হয় মা, স্তিমিত।
তুমি মা, শাম্ভবী মায়া, রতি দুরত্যয়া,
জগতের পাবনী সংহৃতি।
ঘন তমসার গর্ভে তোমাতে অভয়া
সব ভেদ, দ্বন্দ্বের সঙ্গতি।
তব তনু তেজোময়ী গায়ত্রী ছন্দের
সাবলীন স্বচ্ছন্দ চলন ;
তব নন্দা মহাশক্তি নিখিল বিশ্বের
সুনির্মল আনন্দে গহন।
মধুচ্ছন্দা ঋগ্ রাশি তোমার স্বরূপ
তত্ত্বরাশি দিব্য বহ্নিময়ী,
ব্রহ্মাঋষি নেত্র 'পরে তব অপরূপ
ফোটে কত মূরতি বাঙ্ময়ী।
কালশক্তি তুমি মা, বিশালা,
নীল তেজে প্রশান্তা উজালা।

মহাশক্তি-সারা তুমি নিখিল সঞ্চারী
প্রপঞ্চের প্রকটিত আশ্রয় দিশারী।
তুমি শ্যামা সৌম্যতমা—শক্তির উল্লাস,
শঙ্করের বক্ষোবেদী 'পরে,
ঢালো শান্ত নীলিমার স্নিগ্ধতার রাশ,
যতো চাহি, ততো প্রাণভরে।
সৌভাগ্য, কান্তির তুমি প্রতিষ্ঠা মধুরা,
ত্রিবলি-ভূষিতা, তনূদরী,
বৃত্তপীন ঘনস্তনী নিত্য-সুধাক্ষরা
কামধেনু, আনন্দ লহরী।
সর্ব ভয়-প্রশমনী তুমি জগতের,
শোকে, তাপে, সান্ত্বনার ধারা ;
তুমি শক্তি বিজয়িনী ইচ্ছার, প্রাণের
ক্ষণে করো যুগলীলা সারা।
নৃত্যছন্দে তব মাতঃ, বিশ্ব নেচে চলে
নাহি তব গতির বিরাম ;
ইচ্ছার ইঙ্গিতে তব জ্ঞান উঠে জ্বলে—
শিখা তার চির অনির্ব্বাণ।
তোমারি কৃপায় সৃষ্ট কপর্দ্দী শঙ্কর*
ত্রয়ী বিদ্যা তোমারি সৃজিতা,
যুগল-মিলন লীলা বিশ্ব চরাচর,
করে নিত্য পরিপূর্ণ আনন্দে নন্দিতা।
আশিস্ করো মা, যেন প্রতিটি প্রণামে
তব মূর্তি শিবানীর ফোটে যেন প্রাণে !

---

* প্রাধানিক রহস্য ২১

২৭

মা, মহালক্ষ্মী

মা তুমি প্রতীক শান্তা বিশ্ব-সুষমার,
তুমি সর্ব সৌভাগ্য-সুন্দরী,
সকল সঙ্গতিমূলে তুমি সুকুমার
সৌষ্ঠবের লাবণ্য-লহরী।
সর্বশক্তি সমন্বিতা প্রকৃতি পরমা
রূপ তব মোহিনী কান্তির,
দেহজ্যোতি তব তপ্ত কাঞ্চনের সমা
স্বর্ণগলা সবিতারশ্মির।
ঊষার অরুণ স্নিগ্ধ দীপ্তি নয়নের
আনে বিশ্বে শান্ত জাগরণ ;
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশের মিলিত তেজের
স্ফূর্তিভরা তোমার আনন।
জ্বলে সূর্য সোম অগ্নি তব ত্রিনয়নে
অষ্টবসু করাঙ্গুলি 'পরে,
নাসায় কুবের, দন্তে দক্ষপ্রজাপতি
ঢালে তেজ অজস্র নির্ঝরে।
স্তনযুগে সুধাকর, ইন্দ্র কটিতটে,
ভ্রূযুগলে সন্ধ্যার ঊষার
কান্ত কমনীয় ছটা ললাটের তটে,
নিতম্বে বিলাস বসুধার।
তুমি মা, সুধার শক্তিধারা
অভীপ্সার উজ্জ্বল ফোয়ারা।

যমের নীলাশ্মদ্যুতি বিস্রস্ত কুন্তলে
মাতঃ, তব নীলিমে ছড়ায়,
উরুযুগ বরুণের কান্তিতে উজলে
পীতবাস অসিতপ্রভায়।
তব রোমকূপ হতে সবিতা রশ্মির
দীপ্তিরাশি প্রলয়ের কালে
পূর্ণ করে মহাশূন্য গহন, গভীর
নব সৃষ্টি ছুটে ছন্দে তালে।
প্রতিষ্ঠা রূপিণী তুমি সৌভাগ্য, কান্তির
সারা বিশ্বে বাহিরে অন্তরে,
তুমি গুণ-ক্ষোভ-ময়ী বিচিত্রা সৃষ্টির
রূপ-লীলা বিশ্ব চরাচরে।
হিমাংশু-মুকুট-রত্ন জ্বলে তব শিরে
সর্বলোক তাহার প্রভায়
উদ্‌ভাসিত দিকে দিকে। অজ্ঞান তিমিরে
জ্বালো দীপ বুদ্ধিতে, প্রজ্ঞায়।
প্রাণময়ী বোধনার তুমি পারাবার
আনন্দের অনন্ত হিল্লোল,
পরমের মূর্তি তুমি পরিপূর্ণতার,
সেথা মৌন বিশ্ব কলরোল।
কতোই তোমার সাবলীলা
মায়াময়ী মাধুরী উর্মিলা।
পূজাবেদী 'পরে তুমি পরম শোভনা
স্নিগ্ধ জ্যোতি প্রভাত সূর্য্যের,
মনোমূলে সনাতনী তুমি সুরঙ্গমা
লাস্যময়ী লাবণ্য প্রাণের।

বাঞ্ছিত সম্পদরাশি, বিভূতি ঐশ্বরী,
দিব্য দেহে মা, তুমি বিতরো ;
মানস-নয়নে কতো স্বপ্ন অশরীরি
সনাতন সুখের সঞ্চারো !
মাল্যাম্বরবিভূষণা তুমি যোগেশ্বরী
শ্রীঘনা, শাশ্বতী, সত্ত্বময়ী,
প্রবাল-প্রভায় দীপ্ত দেহ শুক্লাম্বরী,
পীতাননা, দৃষ্টি বিশ্বজয়ী,
তুমি সূক্ষ্মতমা শক্তি জুড়িয়া সংসার
রূপের মদিরাময়ী মায়া ;
মনের মাধুরী মাখা কল্যাণ-আধার
শান্তোজ্জ্বলা দিব্য স্বপ্নকায়া।
আছো তুমি সর্বগতা আলো তমসায়,
কতো স্বপ্ন রচো বর্ণে রাগে,
মনোবুদ্ধিঅহঙ্কারে চিত্তের ছায়ায়
কতো কাব্য ভাবের পরাগে !
অণু পরমাণু বুকে বহমান তব শক্তিধারা,
প্রাণসূত্রে জপমালা রাখে গাঁথি রবি-শশী-তারা।
পানপাত্র কমণ্ডলু, করে শতদল,
শক্তি, বজ্র, অক্ষমালা, অসি
শঙ্খ, ঘণ্টা, সুদর্শন, পরশু উজ্জ্বল
ধনু, শর ধরো শস্ত্ররাশি।
এতো অস্ত্র-সমারোহে বলের বিন্যাসে
মাতঃ, তব শক্তি অপরূপ,
জ্বালাব্যাপ্ত দিগন্তরে ঐশ্বর্য বিলাসে,
কল্যাণ শোভনা রসকূপ।

ক্ষীরোদসাগর তীরে বসি একাকিনী
বাহুতে কেয়ূর ঝলমলে,
চরণে নূপুর বাজে কটিতে কিঙ্কিণী
মুকুতার হার দোলে গলে।
দক্ষে মহাকালী বামে মহাসরস্বতী
রূপলক্ষ্মী তুমি মধ্যমণি ;
একে তিন, তিনে এক, প্রভায় মহতী
শক্তিরাশি ধিক্কারে অশনি।
তুমি সমুদিতা হও মেঘের মিছিলে
চিত্তপটে আঁকো বসুধারা,
তুমি নিত্য নিরঞ্জনা আকাশের নীলে
পূর্ণো পূর্ণা শান্তা সর্বসারা।
তুমি আনন্দের খনি নিত্যা মনোরমা
গতিচ্ছন্দে মধুক্ষরা, চিত্রা, সুরঙ্গমা।
মা, তোমার সর্বগতা মূর্তি শাকম্ভরী
উষ্ণিক ছন্দেতে তার গতি ;
তব মহাশক্তিবীজ দুর্গা দুঃখহরী
বায়ুতত্ত্বে তোমার বসতি।
যজুর্মন্ত্রে মাতঃ, তব স্বরূপ বিলাস,
বিষ্ণুনেত্রে হাসো চমৎকার,
সদ্রূপা ভবানী রূপে তোমার প্রকাশ
অনন্ত বৈচিত্র্য-সমাহার।
তোমারি পুলক হ'তে করেছো সৃজন*
জ্ঞানদেহ বিরিঞ্চি ব্রহ্মার,
শ্রী, পদ্মা, কমলা, লক্ষ্মী তব কন্যাগণ,
রূপে, জ্ঞানে মূর্তি সুষমার।

---

* প্রাধানিক রহস্য ১৮

নিগু´ণা, সগুণা তুমি, তুমি ক্ষরাক্ষরা
সর্ব সত্ত্বময়ীশ্বরী তুমি,
কখনো সাকারা সাজো, কভু নিরাকারা
তুমি বিশ্ব কল্যাণের ভূমি।
তুমি শান্তা, তুমি সর্ব সৌভাগ্য সুন্দরী,
সুনিবিড় আনন্দে গহনা,
তুমি সিদ্ধ তাপসের সর্ব শুভকরী
তপোজ্জ্বলা অশ্রুর সাধনা।
শুভ্র স্তনমণ্ডলের দীপ্তি শুচিতার
ভুবন উচ্ছল করা ঢালে ক্ষীরধার।
মানবের কল্পলোকে যত দৈবীকলা,
সবি' তব লীলার বিলাস ;
সর্বদেবময়ী তব কায়া উর্জস্বলা
অপ্রমেয়া কৃপার প্রকাশ।
মা, তুমি রহস্যময়ী পূর্ণতা অপার,
জ্ঞানের, বলের অন্তরালে,
কল্যাণী মোহিনী মায়া করিছ বিস্তার,
কতো ছন্দে, কতো নৃত্যে তালে।
সত্ত্বোজ্জ্বলা মাধুরীর দীপ্ত উন্মাদনা,
জ্বালো বুকে পরমের পানে,
লীলা-চমৎকৃতি কতো করিছ ব্যঞ্জনা
রসোচ্ছলা ভাবে ছন্দে তানে।
চিত্তমূলে করো তুমি নিত্য প্রবাহিত
আনন্দের সুরধুনী ধারা,
সৌন্দর্য, সঙ্গতি সব করো সমন্বিত
ভূমার সে, অমৃতে অপারা।

যে আনন্দ চিত্তমূলে গোপনে গোপনে
চকিত, সঙ্কিত উচ্ছ্বসিত
চরণ পরশে তব তাহা শতগুণে
তব পদে হয় নিবেদিত।
তখন হৃদয় শুধু একটি প্রণামে
পূজে তোমা সর্বরূপে, রসে, গন্ধে গানে।

২৮

মা, মহাসরস্বতী

তুমি মা, চিন্ময়ী, শুভ্রা মহাসরস্বতী
ভাবঘনা জ্ঞানময়ী তারা ;
সত্যেই রচিছ সৃষ্টি, সত্যে পরিণতি,
সত্যে ধৃতি,—বিশ্ব পরম্পরা।
তুমি মা, ভারতী, ব্রাহ্মী, বেদগর্ভা বাণী,
কামধেনু সর্বকামনার,
সৃষ্টি-বীজ-ভূতা তুমি—সুভদ্রা কল্যাণী ;
জ্ঞানজ্যোতি ঐশী প্রতিভার।
জ্ঞানশক্তিময়ী তুমি সঞ্চারিণী শিখা ;
জ্বালো আলো জীবনে, ভুবনে,
গৌরীদেহসমুদ্ভবা তব জ্যোতি শিখা
বর্ণময়ী ভাবের ব্যঞ্জনে।
ভাবলোকে অনবস্থা তব গতাগতি,
চিত্ত-তলে মৌন অভিসার ,
অনন্তের সাথে তব অবাধ সঙ্গতি,
অমৃতে শাশ্বত অধিকার।

তব তেজোমণ্ডলের সত্যাগ্নি-বিস্তার
সিতাংশু-শীতল রশ্মিমালা ;
ঘনান্ত-বিলাসী হাসি শান্ত চন্দ্রমার,
খেলে নিত্য আননে উজালা।
মূর্ত্তি তব ঋষিশ্রেষ্ঠ রুদ্রের নয়নে
নিত্য ফুটি ওঠে বিশ্বে রূপের প্লাবনে।
তোমাতেই সমাহার সকল বর্ণের,
তাই তব শ্বেত বিভা শান্তা শাশ্বতের।
তুমি মা, এ ব্রহ্মাণ্ডের পরমা আধার,
ভালে তব দিব্য চন্দ্রকলা।
সত্যেরি প্রশান্ত দ্যুতি, অবিদ্যা আঁধার,
করে দূর, স্নিগ্ধ সুমঙ্গলা।
যতো দীপ্তি জীবনের সকলি তোমার ;
আদি উৎস তুমি মা, জ্ঞানের ;
তোমার দশনদ্যুতি আনন্দ ভূমার
ঢালে প্রাণে সকল জীবের।
করপদ্মে শোভে তব চারি প্রহরণ,—
শঙ্খ, চক্র, ধনু, তীক্ষ্ণ, শর,
মুক্তাহার কণ্ঠ তটো, বলয়, কঙ্কণ
কনক কেয়ূর বাহু 'পর।
কুঙ্কুম তিলক হাসে শুচি শুভ্র ভালে,
আগুল্ফ লম্বিত কেশ পাশ,
কর্ণমূলে ইন্দ্রনীল খচিত কুণ্ডলে
নাচে কতো রত্নের উল্লাস।
মা, তব সর্বতোভদ্র সত্যের প্রকাশ,
জ্ঞানের পাবন রশ্মিমালা,

দূর করে সংস্কারের শত নাগপাশ,
প্রশমে সকল তাপ জ্বালা।
তুমি দেবী সত্য-সারা চিন্ময়ী জননী,
শান্ত, স্নিগ্ধ, স্বতোজ্জ্বল হীরকের খনি।
তোমা হতে দুঃখ আর্তি লভে উপশম,
দুর্গা তুমি দুর্জ্জেয়া, ভবানী,
জ্যোৎস্নাময়ী দৃষ্টিভরা তব ত্রিনয়ন
সত্ত্বময়ী স্ফূরে মহাবাণী ;
তুমি মা, পূর্ণতাঘনা, অখণ্ডা, অপারা ;
শক্তি ভীমা, কল্যাণে কোমল ;
গীতিময়ী সামবেদ স্বরূপ তোমার
তত্ত্ব তব সবিতৃ-মণ্ডল।
মা, তব সম্বেগে নিত্য ফোটে চিত্তপটে
প্রাণের প্রকাশ শতদল,
তোমার নিঃশ্বাসে লুঠে হৃদয়ের তটে
আনন্দের আবহ উচ্ছল,
শুদ্ধ সত্ত্বগুণাশ্রয়া মা, তুমি ভুবনে,
আত্মবোধে বিভূতি তোমার,
রূপের রসের লীলা জীবের জীবনে
রচি রাখে কতো চমৎকার !
তব রশ্মি-রথে চড়ি সব বিশ্বজন
ছুটেছে অনন্ত কাল ধরি—
উজলি রেখেছে সবে নিজ প্রাণ মন
মায়ার আঁধার দূর করি।
স্বরূপের জ্যোতি তব ধ্বনির নির্ঝরে
পূর্ণ করি উদীরিত হৃদয়-অম্বরে।

দেশের কালের যতো পাষাণ-প্রাচীর
নেত্রপাতে করো বিগলিত ;
কতো যাদুময়ী মূর্তি রাগ-রাগিণীর
ঘুরে বিশ্বে সুরে রূপায়িত ।
উন্মাদের মতো যারা বিষয়ের পানে
বিক্ষিপ্ত, বিস্রস্ত-বেশে ছুটে,
অনিত্যের অশিবের পিচ্ছিল সোপানে
আত্মঘাতে মরে মাথা কুটে ;
যবে তারা শোনে তব কণ্ঠে মুখরিত
ধীরোদাত্ত শান্ত মধু সাম,
আপন স্বরূপ-হ্রদে হয় নিমজ্জিত
দ্বৈত হ'তে পায় পরিত্রাণ !
তোমার ভ্রামরী বীজ সর্বতো সঞ্চারী
প্রতিপ্রাণে হয় অঙ্কুরিত,
স্বর্গে মর্ত্যে অন্তরীক্ষে অবাধ বিহারী
কতো রূপে পুষ্পিত ফলিত ।
ভোগাতুর মোহঘোরে আবিল নয়নে
বহুরূপে হও দীপ্তিমান ;
তুমি একা, অদ্বিতীয়া, বিশুদ্ধ জীবনে
অদ্বৈতের তুমি শিবধাম ।
মাতঃ, তব সত্যসার শক্তির স্ফুরণে
এই বিশ্ব শিহরিত অনন্ত জীবনে ।

তব গৌর ললাটের লাবণ্য লীলায়
চন্দনের শুচিতা-তিলক,
নীলিম আকাশে যেন অরুণ উষায়
শান্তোজ্জ্বল শুক অপলক ।

উৎসারো মা, পুষ্টিরস পীন স্তন্যধারে
শুষ্ক কণ্ঠে তব সন্তানের,
যার যাহা প্রয়োজন, মর্মের মাঝারে
ঢালো ব্রত সত্যের হিতের।
দৃষ্টি তব মা, তোমার তীব্র ক্ষুরধার
ভেদ করে প্রপঞ্চ গহন ;
অতিক্রমি যাও তুমি প্রাকৃতের পার
সংসিদ্ধির পথে সূক্ষ্মতম।
মায়ার নিষেধ যতো নিমেষে মিলায়
মাতঃ, তব শান্ত নেত্রপাতে ;
বিশ্বের বিপুল বাধা ক্ষণে উবে যায়
তব দৃষ্টি-স্পর্শ অভিঘাতে।
তব তেজোমণ্ডলের প্রশান্ত ছটায়
কর্মশক্তি নিখিলে বিতরো ;
সৌষ্ঠবের সমন্বয়ে শান্ত পূর্ণতায়
প্রাণ-বেদী করো শুভ্রতরো।
তব জ্ঞানালোকস্পর্শে ফোটে শতদল
বর্ণে গন্ধে মধুরসে উচ্ছল উজ্জ্বল,
পঙ্কের অতল হতে অতি সুগভীর
সব স্পর্শ হ'তে মুক্ত নির্মল নিবিড়।
মনের আঁধার যতো সন্দেহ, সংশয়
অবিশ্বাস, রাগ, অভিমান,
কটাক্ষ-কণায় কর সব জ্যোতির্ময়
সব দ্বন্দ্ব করো অবসান।
তুমি মা, দেহের ছন্দে, প্রাণের উচ্ছ্বাসে
মানসের বিপুল সীমায়,

কত ঐশী কলা রচো ভাবের বিলাসে
তোমার বীণার মূর্চ্ছনায়।
আদি উষা হ'তে মাতঃ, তব ভক্তজন
রচিয়াছে যজ্ঞে, তপে, দানে
যতো দিব্য কান্তিকলা কল্যাণে পাবন,
সবি তব প্রেরণায় প্রাণে।
তব দিব্য জীবনের কান্ত কারুকলা,
ফুটে ওঠে প্রতিটি প্রসূনে,
সবুজের শান্ত সজ্জা অপূর্ব শ্যামলা
কতো মধু স্বপ্ন রাশি বুনে।
ধোঁয়া হয়ে মিশে ধূপ তোমারি অঞ্চলে,
চন্দনের শীতল পরশ
বুলায় তোমার স্পর্শ প্রতি মর্মতলে
করে চিত্ত আবেশে অবশ !
বিশ্বের আনন্দভরা কতো উপায়ন
নৈবেদ্যে সাজানো ভোগরাগ
পূর্ণ করে অনন্তের স্পর্শে সঞ্জীবন,
জীব বুকে তোমার সোহাগ।
দানের আড়ালে মাতঃ, তোমারি করুণা
রিক্তে করে সজ্জায় শোভন ;
তপস্যার তাপে ঢালো বাদল-ঝরণা,
শুদ্ধি আনো শ্রদ্ধায় পাবন।
পূজাময়ী তুমি মাতঃ, যজ্ঞময়ী তুমি
সকল সমাপ্তিময়ী অদ্বৈতের ভূমি।
হোমানলে, তপোবলে ত্যাগ মহিমায়
করো শুদ্ধ, শান্ত, দীপ্ত, আপন প্রভায়।

কল্পনা-বিভূতি যতো সর্ব মানবের
উৎসরিত তব বাণী-মুখে,
কাব্যে, গীতে, কারুশিল্পে সত্যে শাশ্বতের
নৃত্যে, নাট্যে ফুটে বিশ্ব বুকে,
বহে সবে তোমারি পরশ
করে বিশ্ব আনন্দে অবশ।
উমা, গৌরী, সতী, শিবা তব কন্যাগণ *
রূপালোকে উজলে সংসার ;
পুত্র বাসুদেব, কৃষ্ণ, কেশব, বামন
যতো গ্লানি হরে বসুধার।
ভাবলোকে যতো রূপে প্রকাশো আপনা
সবি তব, আদি-অন্তহীন ;
নির্মাণের কারুকলা, ধ্যানের দ্যোতনা
করো সব পরমে নিলীন।
যা' কিছু জগতে হেরি শোভন, লোভন
সবি তব স্পর্শরসে এতো অনুপম !
সৃষ্টির প্রথম বাণী পরমের মুখে
সমীরিত যে পাবন ক্ষণে,
তুমি মা, উদিলে বিশ্বে আপন কৌতুকে
প্রণবের প্রশান্ত গহনে।
তব কণ্ঠে কুহরিত হলো বেদগান
সেই গানে বিশ্বের বিকাশ ;
খুলে দিলে মানবের প্রজ্ঞার নয়ন,
মায়ার বিচিত্র নাগপাশ !
কণ্টকিত দেহ মন পুলক কাঁটায়,
চিত্ত ভূমে আনন্দ-স্পন্দন,

* প্রাধানিক রহস্য ২৩

কণ্ঠের কাকলী তব অজস্র ধারায়
সঞ্চারে মা, প্রাণ-জাগরণ।
তব সুরে মর্মের নিকটতম দ্বার
খোলে মাতঃ, পুলক পরশে ;
মুক্তপক্ষ পারাবত ছুটে কল্পনার,
দিকে দিকে উদার আকাশে।
তুমি আছো নিরমল মানস সরসে
পূর্ণায়ত সরোজের মত ;
বর্ণে গন্ধে ভরপূর পূর্ণ মধুরসে
অনাসক্ত, মৌন, অপাবৃত।
ত্রিভুবনে, চরাচরে, সুরাসুর নরে
তব জ্ঞান-মন্দাকিনী সর্বত্র সঞ্চরে।
সবার কনিষ্ঠা তুমি, দেবী শ্রেষ্ঠতমা,
রূপে গুণে জ্ঞানের প্রভায় ;
তুমিই জাগাও প্রাণে সেবা সুরঞ্জনা,
আত্মদান রূপের নেশায়।
হীরার জৌলুসে জ্বালো অসিত অঙ্গার,
তুচ্ছেরে করিছ মহীয়ান ;
মৃৎপিণ্ড হ'তে গড়ো মূর্তি সুষমার,
তুলির পরশে জ্বালো প্রাণ।
আবর্জনা, কুটিলতা জৈব-জীবনের
স্পর্শে করো উজ্জ্বল শোভন ;
জগতে আনন্দধারা শান্ত শাশ্বতের
ঢালো পূরি সকল জীবন।
দ্রষ্টা তুমি, নিত্য নব সৃজন-মন্ত্রের,
বোধি তুমি—অগ্নিময়ী বাক ;

তুমি বৈশ্বানর, তুমি জীবন জীবের
সৃষ্টির আদিম সোমযাগ।
তব কৃপা পেয়ে মূক মুখরে রাগিণী,
মৃতে জাগে প্রাণের ঝঙ্কার ;
ছিন্ন বীণাতারে বাজে করুণ সোহিনী,
তোমারি প্রসাদে চমৎকার।
দেহ তব সুললিত সঙ্গীতের ধাম ;
সব ধ্বনি রচে দিক শ্রীপদে প্রণাম।

২৯

আজ কেন বার বার জাগি ওঠে মনে
কতোরূপে স্পর্শ তব জনমে জনমে
রচেছে মা, সুখের স্বপন,
অজ্ঞেয়ের মৌন আমন্ত্রণ ?
তব সেই কৃপা-কথা স্মরি'
প্রাণে মা, উছলে কত দিগন্ত সঞ্চারী
সীমাহীন সাগরের বারি
অন্তহীন লহরী লহরী !
অবারিত তাহারি উচ্ছ্বাসে
তব শান্ত প্রাণবেগ স্ফীত হয়ে আসে
মানবের মনের গভীরে
সুনির্মল বোধনার তীরে।
কি আবেশে ছুটে যাই হয়ে আত্মহারা
জন্ম জন্মান্তের পথে হর্ষে মাতোয়ারা,
তোমায় খুঁজিতে মাতঃ, যুগ যুগান্তরে
দেশ কাল ডিঙাইয়া অব্যক্তের পারে !

বেঁধেছ আমায় মাতঃ, কি এক বাঁধনে
অশরীরি লোকাতীত মধুর স্বপনে,
দেহের প্রতিটি অণু, মনের দোলন
বুদ্ধির দুর্জ্জ্ৰেয়া গতি, প্রাণের চলন,
সব অলৌকিক টানে বাঁধা তব সাথে,
যা' কিছু আমার বলে' বিদিত মরতে।
জগতে কি শুধু বাঁধা রহিয়াছি আমি ?
হয়ে তুমি সর্ব অন্তর্যামী,
হে জননি ! শিবতমে ! রেখেছো জড়ায়ে
প্রাণের পাবন তার নিখিলে ছড়ায়ে,
তোমার উদার বুকে গ্রহ-তারা নীহারিকাদল,
মাল্যসম মণ্ডলিত কতো বিশ্ব, কতো ভূমণ্ডল !
জ্যোতিরাশে ঝলমল তাদের সে খেলা
জাগিয়েছে বুকে তব আনন্দের মেলা,
নৃত্যপর নব আকর্ষণে
কতো ছন্দে, জীবনে মরণে !
কে বুঝিবে মহিমা তাহার ?
সবি মাতঃ, স্বপ্নাতীত, কল্পনার পার।
এ বিশ্ব বিধৃত করি ধৃতিরূপা তুমি
রয়েছো মা, কল্যাণের সুনির্ম্মল ভূমি।
জগতের নর-নারী লোকে লোকান্তরে
জীবন-লীলার ছন্দে সর্ব চরাচরে
গাহিছে মহিমা তব নিত্যই নবীন,
বসি তব পদতীর্থে অলক্ত-রঙিন।
তুমি মা সবার,
স্থিতির আধার।

আলোকের বীণা-তারে বাজে তব সুর,
ঊষার অরুণ রঙে মা, তুমি মধুর।
তব নয়নের নিবিড় মায়ায়,
তব অঞ্চলের উদার ছায়ায়,
নিখিলের জীব যতো করে ছুটাছুটি,
তোমার শ্রীপদে, হর্ষে খায় লুটোপুটি,
থাকো তুমি ততো স্থির চিত্ত-নীলিমায়
সর্বরূপা, সর্বময়ী শান্ত মহিমায়।
বিতরিছ মধুস্পর্শ বাড়াইয়ে হাত
মনের মাধুরী মাখা ফুটায়ে প্রভাত ;
যেমন তড়িৎ হাসে কালো মেঘ 'পরে
ঘনায়িত অন্ধকার বিদারি অম্বরে।
তোমারে চেনার আলো উঠে মা, উজলি
যবে জীব সঁপে পদে সর্বস্ব অঞ্জলি।
মা, তব স্নেহের ধারা নামে প্রতি প্রাণে
নিশিশেষে সন্তানের স্তবারতি গানে।
মহা-মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র মুমূর্ষু পরাণে
প্রাণের ঝিলিক আনে মাতঃ, তব নামে।
ধ্বংস-ধ্বস-ধারা রুদ্ধ হয় অর্দ্ধ পথে,
মা, তব করুণাভরা স্নিগ্ধ নেত্রপাতে।
প্রতি প্রাণ-স্পন্দে রচো মা, তব প্রণাম,
তুমিই মা, গুণাতীতা পরানন্দ ধাম।

৩০

মহাশিল্পী যবে মহাকাল
সৃজনের রসে ভোলা, বিনাশে মাতাল,
নৃত্যপর নটরাজ বেশে
নাচেন তাণ্ডবে মুক্তকেশে,
ব্যাপি ব্যোম সর্পিল, গ্রন্থিল জটাজালে,
ভিন্নাঞ্জন সম মেঘমালে,
বাহুঘাতে উড়ে দূরে সূর্য-সোম-তারা
নীহারিকা দিগন্তের খোঁজে গো কিনারা।
শঙ্কায় শিহরি ওঠে দিবস শর্বরী
মৃত্যু, মারী, অপঘাতে কণ্টকিত করি',
নিখিল জগৎ মহাকাশ
মুছি দিয়া সকল প্রকাশ।
নৃত্যছন্দে ওঠে নাচি সংহার-লীলায়,
ফুঁফে-ওঠা স্ফুটিত ফেণায়,
সৃষ্টি-সিন্ধু দিকে দিকে, অশান্ত, চঞ্চল
বিনাশের বন্যায় বিহ্বল।
ছাপি যায় সৈকতের, সীমানার বাঁধ
নৈরাজ্যের মহাশূন্যে অবাধ, অগাধ।
প্রতিশ্বাসে বাসুকীর ফণার দোলায়
ব্যোমের বুদ্‌বুদ্‌ ভেসে যায়!
নেশা-ঘোর রাঙা চোখে যে দিকেই চান
মহামারণের অগ্নিবাণ,
জ্বালাব্যাপ্ত দিগন্তরে তাঁর নেত্র হ'তে
দিকে দিকে ছুটে ত্রিজগতে।

জটাজাল হ'তে তাঁর অনির্ব্বাণ রক্তের নির্ঝর
বিকীর্ণ করেন ব্যোমে বহ্নিরাশে রক্ত কলেবর।
ঘিরি তাঁরে চারিদিকে নাচে দৈত্যদল,
জাগাইয়া দুঃস্বপ্নের মত্ত কোলাহল।
তাদের অধর হ'তে লুব্ধতার প্রবাহ লালার
লক্ লক্ ছুটে বিশ্বে জ্বালামালা, ক্ষুধা বাসনার।
ভূতনাথ ভস্মরাশি ভবিষ্যের ভালে
মেখে দেন আপনার করে,
বড়বার লক্ষশিখা কালো ধূম্রজালে
দেন জ্বালি মিথ্যার সাগরে।
উদ্ধত-চরণরাগে ধূলিতে মিশায়
সৃষ্টির শোভন কারুকলা ;
প্রলয়ের লাল বাতি দাপায়, হাঁফায়
নৃত্যের তাণ্ডবে রক্ত-গলা।
নির্ম্মম কঠোর দৃষ্টি হানি চারিধারে
কম্পিত করিয়া চরাচর,
ছুটেন প্রচণ্ডগতি রুদ্র অভিচারে ;
আর্ত্ত ধরা কাঁপে থর থর।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে মহাকাল বুলান অপার
অনন্ত রাত্রির কালো তুলি,
এক ফোঁটা সবিতার আলোক বিস্তার
মুছে দেন, বিশ্বরেণু ধূলি।
ঢালেন হৃদয়ে মনে সকল জীবের
মোহের ফেনিল তীব্র সুরা,
ভোগসুখ-প্রতিষ্ঠার, অর্থের, কামের
জ্বালি দিয়া ক্ষুধা লোভাতুরা।

মন্দিরে, দেউলে বসে দেবতা-বিপণি,
বিক্রি হয় ইহ-পরকাল ;
বিশ্বাসের বেদীমূলে বিলাস-ব্যসনী
বিছায় পূজার স্বর্ণ-থাল।
আগ্নেয় গিরির শির বিদারী, বিচুরি
ছুটান নেত্রের কালানল,
কটাক্ষে করিয়া ভস্ম, জনপদ পুরী
মুছে দেন সৃষ্টির ফসল।
তাঁর পদধূলিতলে দিক ডুবে যায়,
চলে তাঁর আনন্দের গান ;
শান্তি-শঙ্কাহীন ঘন ঘোর তমসায়
উল্লসে দস্যুর অভিযান।
বিভীষিকাময়ী ভেরী বাজে উচ্চ-স্বরে
কণ্ঠে তাঁর ; মোহনিদ্রা জগতে ঘনায় ;
সত্তার গহনে ছুটে শির শির করে
ভয়, সরীসৃপসম শিরায় শিরায়।
দস্যুতা দিগন্তচারী বীরত্বের নামে
অমানব হিংসার দাপটে,
অগ্নি, রক্ত, রাশি রাশি হত্যার মাধ্যমে
জেঁকে বসে নব রাজ্য পাটে।
দৃষ্টিপাতে মহাকাল দেন দগ্ধ করি
যুগান্তের সঞ্চিত জঞ্জাল ;
কালানলে হয় ভস্ম সর্বানর্থকরী
অর্থের নিপুণ বোনা জাল।
মহাশিল্পী, মত্ত মহাকাল
লোকক্ষয়ে প্রবৃদ্ধ, মাতাল !

জীবকুল বিচূর্ণিত দশনে করাল ;
জ্বালাভরা কালানলে নয়ন ভয়াল।
মুখ হ'তে উগারেন মশালের ধূমার্ত শিখায়,
দিকে দিকে মহামারী, অপঘাত, মরণ মূর্চ্ছায়।
আদি অন্ত মধ্য তাঁর কোথা কিছু নাহি,
রক্তসিন্ধু হতে সদ্য উঠি অবগাহি
দাঁড়ান উন্নত শির বিনাশ ধ্বজায়
কাঁপাইয়া চরাচর ভয়ের দোলায়।
সুরাসুর, বসুরুদ্র, গন্ধর্ব-কিন্নর-সিদ্ধজন
হেরি তাঁরে নমে কেহ, কেহ করে তাঁহার স্তবন।
মেদিনীর অনির্ব্বাণ মেদজ্বালা রাশি,
অর্থ কাম প্রতিষ্ঠার ক্ষুধা সর্ব্বগ্রাসী
নিঃশ্বাস-অনলে তাঁর দাউ দাউ জ্বলে,
ডোবে বিশ্ব লোভের কবলে।
বিদীর্ণ চৌ-চির এই মহাকাশতলে
ঘূর্ণির চামর তাঁর দোলে।
শোণিতে ছোপানো, স্বেদে সিক্ত সৌধরাশি
যুগান্তের উগ্র সাধনায়,
কমনীয় কারুকলা, বিস্ময়ের রাশি,
মরুবুকে উষরে লুকায়।
মহাকাল গা'ন যবে প্রলয়াগ্নি গান
লক্ লক্ শিখা লেলিহান
উগারেন দিকে দিকে প্রপঞ্চ-সীমায়
সব ভেদ ভস্মেতে মিলায়।
অগ্নিভরা একার্ণবে নাহি রহে কিছু,
ছোটো বড়ো, উঁচু আর নীচু।

ঘুচে ভদ্র-ইতরের সব ব্যবধান,
ভস্মরাশে সবাই সমান।
ইতরের সুখদুঃখ, ক্ষুধার তৃষ্ণার
যতো সব তুচ্ছতা দীনতা,
ভদ্রবেশী বিত্তেশের যতো কূটাচার,
ধার-করা স্বচ্ছ শালীনতা,
সব মুছে যায়, সব শূন্যেতে মিলায়
নাহি রহে তার চিহ্নলেশ ;
পড়ে থাকে মহার্ণব প্রমত্ত লীলায়
সুবিপুল, অনাদি, অশেষ।
সুন্দরীর কেশদাম, চটুল চাহনি
সুগৌর নিটোল দেহে সুষমা-সঙ্গতি,
অপরূপ লাস্যময়ী তনুর লাবণি
সুষমার লীলাময়ী শান্তা প্রতিকৃতি ;
শৌর্যের উদ্দণ্ড নৃত্য পৃথিবী-কাঁপানো
ক্ষত্রিয়ের মদমত্ত অস্ত্রের ঝঞ্চনা,
শোষিত সমাজ-রক্তে ঐশ্বর্য ফাঁফানো,
বৈশ্যের অনর্থভরা সঞ্চিত বঞ্চনা,—
কালানলে দগ্ধ হয় সব,
জীবনের যতো পরাভব।
পড়ে থাকে ক'টা দগ্ধ হাড়
শ্মশানের অশুচি অঙ্গার।
বিস্রস্ত পিঙ্গল দীর্ঘ ধূর্জটির জটা
আষাঢ়ের যেন ঘন-ঘটা
ঢেকে ছায় নীলাম্বর, সূর্য্যতারাগণ
দীপ্তিরাশি হারায় আপন।

দিগন্তরে ধূলার ধূসরে
দাব-দগ্ধ বনানীর ভস্মরাশি উড়ে।
শোকতপ্ত হৃদয়ের আকুল নিঃশ্বাস
সর্ব দিকে বিদরে আকাশ।
নাশোত্তর বিনাশের বিপুল অঙ্গারে
আঁখিজল ঝরে ধারাকারে।
হাসি-কান্না একার্ণবে হয়ে বিগলিত
সারা বিশ্ব করে চমকিত।
পাষাণ-অতীত-ভাঙা দেউলের কোণে
ঘুচে ভেদ রমণে মরণে।
প্রবলের শঙ্কাহীন শত অপরাধে
সত্য, ন্যায় হাহাকারে কাঁদে।
অন্যায়ে, হিংসায়, লোভে, দ্বেষে, অবিচারে
কেহ কারে চিনিবারে নারে।
অকাল জলদ ছিঁড়ে করে হানাহানি
রুদ্রের বৈশাখী বজ্রবাণী।
অগ্নির নির্ঝর-ধারা ঝরে বিশ্বময়
ভীষণ হারায় তার ভয়।
ভৈরবের নৃত্যকলা কালাগ্নি শিখায়
দিঙ্মণ্ডল বিদরে জ্বালায়!
ভেঙে শত লৌহদ্বার পাষাণ-কারার
ছুটে রুদ্ররাজের হুঙ্কার।
উগ্র লোলুপতা দীপ্ত গৈরিক সজ্জায়
মদ্যফেণা সঞ্চারে মজ্জায়।
ঝাঁঝালো মৃত্যুর নেশা ফোঁফায় শিরায়
জীবে জীবে সহস্র ফণায়;

ফেরারি সেনার মুক্ত নিশিত কৃপাণ
আকাশে বাতাসে ধাবমান ;
মহামারণের মন্ত্রে উল্লাসে অধীরা
দিগম্বরী দিক-পিশাচীরা
নৃত্যপরা তালে তালে মহাকাল সনে
জ্বালাময় সৃষ্টির শ্মশানে।

মেঘ-ভ্রষ্ট বিদ্যুতের কৃপাণ ফলকে
ঝরে মৃত্যু শোণিত নির্ঝরে ;
রুদ্রের দশনদ্যুতি চমকে, ঝলকে
বহ্নিরাশি বিপুল উগরে।
উলঙ্গ ভৈরবী-কণ্ঠে অট্ট অট্ট হাসি
ঢালে বিশ্বে মৃত্যুর উল্লাস,
ভ্রুভঙ্গে ঢালিয়া দেয় কামনার রাশি
অগ্নিময়, আলোড়ি আকাশ।
যৌবনের যাদুভরা সহস্র স্বপন,
প্রেমে গলা পেলব উচ্ছ্বাস,
উবে যায় মহাশূন্যে, রুদ্রেরা যখন
অগ্নিতপ্ত ছাড়েন নিঃশ্বাস !
ছুটে ত্রাসে মরুতেরা, অপ্সর, কিন্নর
নীহারিকা ধূলিসম করে' ছায় অম্বর ধূসর।
শঙ্কায় শিহরি ওঠে থর থর করি
অপঘাতে সমষ্টির প্রাণ অশরীরি,
নিখিল ভুবন চরাচর ;
ওঠে গর্জি মিথ্যার সাগর।

বিশ্বময় চলে গুপ্ত মিথ্যার বেসাতি,
নামে প্রাণে স্তব্ধ মহারাতি ;
কেঁপে ওঠে চরাচর ; জীব-চিত্তে বিস্মৃতি ঘনায়,
কেহ কারে চিনিতে না পারে ;
সব বাক্ অর্থাপত্তি, ব্যঞ্জনা হারায়,
কেহ কারে নারে বুঝিবারে।
সংসারের সামচ্ছন্দ ক্ষণে যায় থামি
ঘন হয় মাদনা মূর্চ্ছায় ;
কালরূপী কারুকার সর্ব অন্তর্যামী
জীর্ণ পট নিমেষে গুটায়।
অণু হতে অনলের ভীম বিস্ফোরণে
ব্যোমপথ যায় ঢেকে কালাগ্নি ক্ষরণে,
হৃদয়-অবশ-করা সহস্র অশনি
বাজি ওঠে যুগপৎ প্রমত্ত গর্জ্জনে ;
ধবল নীরদ রাশি ঢাকিয়া ধরণী
বিষগর্ভ বাষ্পরাশি ছড়ায় পবনে।
ধূলিপটলের মতো নর-নারী ছুটে ধ্বংসমুখে
জ্বালাব্যাপ্ত দিগন্তরে পরিণতি লভে ভস্মস্তূপে।

নটরাজ রক্তে রাঙা তাঁর রঙ্গশালে
নেত্রপাতে বিচ্ছুরিত অশনি মশালে,
নাচেন আপনভোলা, তৃণসম যায় ক্ষণে জ্বলি,
সাধনা-রচনা-শৈলী, সারা বিশ্ব যায় শূন্যে গলি।
মানবের চিত্তমূলে সেই সাথে যবে মহাকাল
বিনাশের রুদ্রচ্ছন্দে, সংঘাতের তরঙ্গে উত্তাল

মৃত্যুমদে উন্মথিত প্রতিবক্ষোমূলে
দ্বন্দ্ব, দ্বেষ, লোভ, ঘৃণা, হিংসার ত্রিশূলে
আদর্শে হানেন অভিঘাত—
সারা বিশ্বে মৃত্যুর প্রপাত—
শৈলবাহী সরিতের বন্যাসম অতল বিস্তার
গ্রাম, জনপদ পুরী ডুবে যায়, হয় ছার খার।
ফেণিল মরণ-লীলা বৈদ্যুতী ধারায়
ওঠে জ্বলি, দাউ দাউ মাতাল লীলায়।
সারা বিশ্ব হয় পূর্ণ রোদনের রোলে
ত্রিজগতে থর থর কাঁপে মৃত্যুদোলে।
ধূমজাল ওঠে উর্ধে মৃত্যু-মহিমায়
প্রাণ-হবিঃ জ্বলে যায় আহুতি শিখায়।

সংহারের লীলা-অন্তরালে
মা, তুমি রয়েছো সর্বকালে
সকল শক্তির সার, সনাতনী প্রাণের সরিত ;
তুমি মাতঃ, শঙ্করের জ্যোতির্ময় জ্ঞান উপবীত।
ঢালো তুমি মৌন হাসি মুক্তধারে শিবের উরসে,
বুক তব টলমল জীবতরে ভরা স্নেহ-রাশে।
গুণক্ষোভময়ী তুমি তারা
সৃষ্টির আনন্দে থাকো সদা আত্মহারা।
জীবের মননবুদ্ধি চিত্ত, অহঙ্কার
কৃপার মায়ায় তব নিত্যমানে হার।
অঘটন পটীয়সী মহামায়া তারা
অণুর উদরে রচো লোক-পরম্পরা।

প্রতিটি মরম মূলে মুক্ত তব পথ
যা'দিয়ে চালাও তুমি কোটি মনোরথ
সূচীর দুর্গম ক্ষুদ্র কেশাগ্র বিবরে,
অহরহ সর্ব চরাচরে।
চেয়ে থাকো অনিমেষ চির-নির্বিকার
নির্মল নীলিমাময় নয়নে উদার।
বিশ্বময় রুদ্রের তাণ্ডব-ঘূর্ণিতলে
তব শান্ত মাতৃবুকে অমৃত উথলে !
চিরানন্দময়ী তব আনন্দ-প্রভায়
প্রলয়ের ধূম্রজাল শূন্যেতে মিলায়।
ধ্বংসের অঙ্গার ভরা চিতার গহ্বরে
ঢালো নিজ স্তন্যধারা অমৃত নির্ঝরে।
অনলের সব দাহ, ধ্বংসের আগুন-হানা জ্বালা,
মুছে যায়, নিবে যায় মাতঃ, তব কৃপায় রসালা।
মহাকাল তোমারি মায়ায়
পড়ে পুনঃ প্রলয়-নিদ্রায়।
দীপমুখো পতঙ্গের ক্ষণজীবি আনন্দের ঘোর
জীববুক হ'তে ধুয়ে যায় ;
নয়ন নির্মল হয়, সোমরসে হৃদয় বিভোর,
জাগে প্রাণ সৃষ্টি-চেতনায়।
উষার অরুণ আভা পেয়ে বিশ্ব আঁখি মেলে ধীরে
হাসো তুমি, হাসে বিশ্ব, ফুটে জ্যোতি প্রলয়-তিমিরে।
হে জননি স্নেহশীলে, চলে পুনঃ চলে তব লীলা
সুন্দরের কল্যাণের সৌম্য শান্ত লহরী উর্মিলা।
যে রহস্য সৃজনের খেলে বিশ্বে অতি সঙ্গোপনে,
সকল জীবের বুকে বিশ্বময় প্রাণে আর মনে

তার মাঝে মাতঃ, তুমি ছুটে যাও মৌন মুক্তগতি
সকল সৃষ্টির বুকে রচে দাও মিলন-সঙ্গতি।
মুক্তদ্বারে বসি একা মুক্ত বাতায়নে
মুক্তবেণী মা, তোমার স্নেহের দোলনে,
ছুটে পুনঃ প্রপঞ্চ কল্লোল
অনাদি লহরে উতরোল।
যে তারা হারিয়েছিল দৃষ্টি দ্যুতিমান,
যে বিহঙ্গ ভুলেছিল শান্ত উষাগান,
ফিরে পায় ধন আপনার
পায় স্মৃতি সত্যের আধার।
শুদ্ধোজ্জ্বলা সত্ত্বময়ী মা, তুমি ভুবনে
সুনির্মল প্রকাশের ছটায় উজল,
তানে লয়ে মধুবর্ষী বাণীর গুঞ্জনে
সারা বিশ্ব করি পূর্ণ হাসো খলখল।
তব তনু-দীপাধারে সত্যের লাবণি
উছলি, উচ্ছ্বসি ওঠে বিশ্বের দর্পণে ;
তব প্রতিভায় পূর্ণ প্রাণের ধমনী
অমৃতের স্রোতোবেগে নাচে শিহরণে।
প্রতিবোধে মঞ্জরিত মাধুরী তোমার
রূপালোকে খেলে যায় কতো চমৎকার !
তারি দীপ্তি জীবনের ছায়া-চিত্রপটে
অনন্ত রহস্য রচো মানব-জীবনে ;—
কতো রামধনু হাসে দিগন্তের তটে
ক্ষণজীবি সুখে দুঃখে শয়নে স্বপনে !
জীবনের ছন্দে তব সুরের উল্লাস
ফেটে পড়ে হাসি, অশ্রুধারে,

৭

ঢালো কতো তৃপ্তি, পুষ্টি, কান্তি, অভিলাষ
নাশোত্তর সৃষ্টির মাঝারে।
একার্ণব তীরে বসি একান্ত নির্জ্জনে
আনন্দে বিবশ হয়ে সৃষ্টির স্বপনে
মহামায়া রূপে রচো অন্তহীন কতো বসুন্ধরা
প্রাণ-সূত্রে বিজড়িত সৃষ্টিজাল পরা ও অপরা।
ত্রিগুণের সুবিচিত্রা লীলা মা, তোমার
কী সুন্দর! শিবা তনু কতো চমৎকার!
সাধ হয়, থাকি চেয়ে যুগ যুগ তব কারুকলা
সৃষ্টির অপূর্ব পটে বর্ণে রাগে বিচিত্রা, বিমলা।
মাতঃ, তব ঈশনার ইঙ্গিতে, ঈক্ষণে
কতো মহাকাব্য ফুটে ছন্দের দোলনে
মানবের মধুক্ষরা মনে
জীবনের মাহেন্দ্র লগনে।
এ হৃদয় সিদ্ধি মুক্তি, কিছু নাহি চায়,
তোমার লীলায় মাতঃ, বিলাও আমায়।
ব্যাপ্ত ক'রে দাও মোরে নীলিমা অতলে
অরুণ-কমল কান্তি তব পদতলে।
নেচে নেচে তব লীলা-লহরীর শিরে
প্রতিস্পন্দে প্রাণ যেন ওঠে মা শিহরে।
ডুবে, ভেসে যাই যেন অরূপ সাগরে
তব বুকে, নিরুদ্দেশ অগাধ পাথারে।
চিন্ময় পরশে তব, মম এ মৃন্ময়
ভৌমদেহ গলে যেন হয় জ্যোতির্ময়।
আমার মাটির কায়া নব পরিণামে
রাজে যেন নিত্যকাল তব দিব্যধামে।

মা, তব পরশ তরে নিত্য তৃষাতুরা
থাকে যেন সর্বসত্তা আকুল, বিধুরা।
জগতের আবর্তে বিপুল
ঘিরি দুটি চরণ রাতুল
জন্ম মৃত্যু দ্বন্দ্ব দোলা চড়ি' অবহেলে
মূর্তিতব বুকে বহি, হেসে, কেঁদে খেলে'
মত্ত রহি চিরন্তনী অপ্রাকৃত মাধুরী লীলায়
যেন কল্প কল্পান্তর মম মাতঃ, নিমেষে ফুরায়!
তুমি সর্বচরাচরে প্রাণের প্রতিভা
মা, তব সর্বতোভদ্রা অদ্বয়তা শিবা।
তুমি মা, এ নিখিলের সৌন্দর্যের সার,
বিশ্বকল্যাণের তুমি প্রাণের সম্ভার।
মা, তোমার সেই দিব্য শান্তিময় ধামে
লভি যেন উপশম প্রণামে প্রণামে।

৩১

হে মম অন্তরতমা, হে অপরিমেয়া,
আমায় এনেছো মাতঃ, এ কোন গভীরে ?
চারিদিকে বিশ্বময় প্রাণের অমিয়া ;
এ দেহ বিহ্বল করি' রেখেছো মা, ঘিরে।
প্রাণ তব শ্রেষ্ঠতম, পাবন পবন
পুলকে পূর্ণতাভারে জড়ায়ে আমায়
একি মহা-বিশালতা করেছো সৃজন,
যে সিন্ধুতে জীববিন্দু পলকে হারায়!
অপূর্ব অতুল তুমি! এ কোন পূজায়
অরূপ অব্যক্ত হ'তে ফোটালে এ ফুল,

এ দেহ কণার বুকে রসের লীলায়
নাচাতেছ বিশ্বময় প্রাণের পুতুল ?
তুমি মা ঈশানি,
প্রাণরাজ্যে রাণী !
তব পূত ঈশনার রহস্য-শিখায়
প্রাণের প্রদীপ কতো তুলিছো জ্বালিয়া !
যার জ্বলে যাওয়া আর নেবার বিভায়
কল্যাণের ঢেউ কতো যায় চমকিয়া !
হে চির রহস্যময়ি ! প্রাণের দেবতা !
যখন জ্বলিয়া উঠি নিশ্বাসে তোমার
ঠিকরিয়া ওঠে কোটি জাতকের কথা
ধ্রুবা-স্মৃতি-পটতলে অব্যক্ত মায়ায় ।
সে কাহিনী অপরূপ জন্ম জন্মান্তের
সে এক অখণ্ড পূত প্রকাশের ধারা,
ছায়াতপে সুবিচিত্র অখণ্ড প্রাণের
অনাদি আনন্দ-নদী চিন্ময়ী অপারা ।
সৃষ্টির লহরী-শিরে মূরতি তোমার
নাচিয়া নাচিয়া চলে রূপের বিলাসে,
অঙ্কুরে, মুকুলে, ফুলে, ফলের সম্ভার
তোমারি আনন্দ মূর্তি অচিন্ত্য বিকাশে !
তুমি রাষ্ট্রী, সম্পদের তুমি সঙ্গমনী,*
সকল যজ্ঞের তুমি পূত হোমানল ;
প্রপঞ্চের তুমি মাতঃ, অন্তর-যামিনী,
জীব হৃদে হিরন্ময়ী জ্যোতি সমুজ্জ্বল ।

---

* ঋগ্বেদ ১০।১০।১২৫।৩

বসু রুদ্র বিশ্বাদিত্য, ইন্দ্রাগ্নি, বরুণ
তোমারে প্রকাশে মাতঃ, ভুবনে ভুবনে ;
অশ্বিনীকুমার দুই কিশোর তরুণ,
সঞ্চারে মা তব শক্তি জীবনে যৌবনে ;
তোমারি শক্তিতে জীব করে মা ভোজন
দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, মনন, প্রাণন,
সবি' তব ভোগলীলা, তোমার শক্তির ;
তুমি সর্ব-সংযমনী সকল সৃষ্টির।
ব্রহ্মতত্ত্ব জ্বলে মাতঃ, দেবমানবের
তোমারি বাণীর তেজে সারা বিশ্বময় ;
স্বর্গে মর্ত্যে সর্বদেশে সকল কালের
সুধাভাণ্ড হ'তে ঢালো অমৃত অভয়।
তুমিই মা, দ্যুলোকের পরমা প্রসূতি,
বুদ্ধির হৃদয়কোষে তব অধিষ্ঠান ;
পেয়ে রশ্মিকণা তব ধ্রুবা ব্রহ্মদ্যুতি
কেহ হয় ব্রহ্মা, কেহ ঋষি প্রজ্ঞাবান্।
সর্বলোক সৃষ্টি করি তুমি অনুস্যূতা
সৃষ্টি মাঝে, থাকো নিজে নির্লেপা, নির্বৃতা।
তব শুদ্ধ আনন্দের শান্ত পারাবার
আছে মুক্ত চিরকাল অগাধ, অসীম,—
যার বুকে আর্তি, দৈন্য লঘুচিত্ততার,
নিমেষেই হয় মাতঃ, অতলে বিলীন।
ক্ষুদ্র যাহা, খণ্ড যাহা, যাহা নিমেষের
সবি' দিয়ে গাঁথ তুমি তব জপমালা,
সকল দেশের আর সকল কালের
একই প্রাণের সূত্রে অখণ্ড উজালা।

মা, তব আনন্দমূর্তি বিশ্বের নন্দিনী,
যার বলে করেছো মা, ব্রহ্মাণ্ড ধারণ,
তোমা আজ বার বার একান্তে প্রণমি
তোমার শ্রীপদে থাকি অনন্য-শরণ।

৩২

কৰি তুমি, হে জননি! তোমার হৃদয়
সত্যের শাশ্বতালোকে সদা জ্যোতির্ময়।
প্রাণ-সরিতের লীলা কৌতুকে কথায়,
সহস্র তরঙ্গ-ভঙ্গে উছলিয়া যায়।
তুমি যে মা, মহামায়া, মায়ার জননী;
প্রপঞ্চ আড়ালে থাকো শুদ্ধা, মায়াতীতা;
খেলো কত লুকোচুরি দিবস রজনী;
রচো কতো রসবতী রহস্যের গীতা,—
দিকে দিকে সর্বকালে লোকে লোকান্তরে
অব্যক্তের আদিহীন অতল সাগরে!
তোমার অপাঙ্গপাতে সহস্র নির্ঝরে
কতো বিশ্ব ওঠে ফুটি ইন্দ্রধনু-রাগে;
অপূর্ব লীলার ছন্দে অনন্ত অম্বরে
তব বিজয়িনী গীতি সপ্তলোকে জাগে।
আঁখির পলকে তব তারা, শশী, রবি
কত কোটি নীহারিকা আঁকে ছায়া ছবি—
ওঠে ফুটি, ভেসে যায়, আবার মিলায়
তব শক্তি সাগরের স্বচ্ছ নীলিমায়।
তুমি যে পরম প্রাণে মাতঃ, বলীয়সী
ফোটাও নবীন মন্ত্র, সারা বিশ্বময়,
সত্যের হৃদয়পদ্ম, আলোকে উল্লসি
কে বুঝে মহিমা তার শান্ত, অনাময়?

প্রাণের পাবনপুরে তব চিরন্তন
একি লীলা আত্মঘাতী রচিছে মানব
যার নাগপাশে পড়ি নর-নারীগণ
প্রতিদিন পায় দুঃখ, মৃত্যু, পরাভব !
প্রাণপণে কাড়াকাড়ি সোদরে সোদরে,
পথের কাঁকর আর ধূলো বালি নিয়ে ;
কতো হানাহানি তুচ্ছ সঞ্চয়ের তরে
নিখিলে নাশের বহ্নি তোলে মা ব্যথিয়ে !
জাগাও মা, জগন্ময়ে, পরম প্রাণের
বিমল চেতনাভরা নব অভ্যুদয় ;
সেবার মহিমাময় মূরতি শিবের
জাগাও মা, জীবে জীবে পরম অভয় ।
একদিন এসেছিলে রূপে দৈবকীর
বুকে বহি দেবশিশু অনিন্দ্য সুন্দর,
হিংসা দ্বেষে কণ্টকিত কারার প্রাচীর,
ভেঙে দিয়ে বাহিরিলে নিশীথে নিথর।
বিপদের ঝিক্ মিক্ উদ্যত কৃপাণ
চরাচর শিহরিয়া তুলেছিল ভয়,
লুব্ধ ক্ষুধাতুর শত ভোগের বিষাণ
বজ্রনাদে বেজেছিল সারা বিশ্বময় ।
সে দিনে আসুরী শক্তি পদে বিদলিয়া
সত্যধর্ম, মদগর্বে ছিল উল্লসিত,
বিশ্বের আর্তির বাণী সবলে দাপিয়া
পরাজয়ে গেয়েছিল বিজয়-সঙ্গীত ।
তুমি তো মা, হেরেছিলে সে তামসী রাতে
তব বক্ষোলগ্ন দেবশিশুর আননে,

কল্যাণের কতো স্বপ্ন রক্তিম প্রভাতে
ভারতের গণমনে নব বৃন্দাবনে।
পুনঃ প্রকাশিত হও আজি মা, ভারতে
বুকে করি দেবশিশু শক্তিতে অপার,
যুগান্তসঞ্চিত দৈন্য পারে যে মুছিতে
স্বেদে ও শোণিতে সিক্ত এই বসুধার!
মানব আপন প্রেমে বিপুল বিশাল,
মুছে দিক জীবনের মরীচিকা জাল।
জানাও মা, তব নব পুষ্পিত আহ্বান,
প্রাণের রহস্যে শান্ত, মৌন বেপমান।
পাঠাও মা, দিকে দিকে সকল সন্তানে
অভয়ের, অমৃতের সরিৎ সন্ধানে।
ঢালো তব বহ্নি-বাণী পূরি প্রতি তনু,
ভস্মকরি, ক্ষণিকের যতো ইন্দ্রধনু।
বিলাও মা, সুধাসম দৃষ্টি নয়নের
আশিসে পূরিত স্নিগ্ধ, কল্যাণে নির্মল;
পাবন হাসির স্রোতে তব হৃদয়ের
ডুবে যাক্ অনিত্যের সোনার শিকল।
বাণী তব, বিপদের ঘন অন্ধকারে
উঠুক জ্বলিয়া বুকে হোমশিখা সম;
হবির্গন্ধে সুরভিত দিব্য যজ্ঞাগারে,
জাগুক মা, নব আশা, আদর্শ পরম!
তব পদপল্লবের অভয় ছায়ায়
জগত সবুজ হোক, দিব্য চেতনায়;
শান্তির অভয় আলো, ভয় সুমধুর
তব স্নেহ শাসনের, জাগুক মরমে;

সকল চিন্তায় তব চরণ নূপুর
বাজুক জননি! নিত্য সকল করমে।
সম্পদে, বিপদে স্বপ্নে সুপ্তির নিভৃতে
তব সৌম্য মূর্তি যেন জাগে সদা চিতে।
ভুলাইয়া দাও মাতঃ, যতো দেহরীতি,
ভোগভস্মে মাখো মম বুদ্ধি, প্রাণ, মন,
প্রতিশ্বাসে জাগাও মা, তব নাম গীতি,—
পরিপূর্ণ জীবনের সাফল্য পরম।
তুমি মা, জড়িয়ে থাকো মম প্রাণগত,
বিকশিত পদ্মবুকে সুরভির মত।
জগতের যত কাজ, যতো অনুষ্ঠান
হয়ে থাক্ মা, তোমার অখণ্ড প্রণাম,
অনন্তের অদ্বৈত আধারে
অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাকারে।
তোমাতে জাগুক বিশ্ব, বিশ্বে হাসো তুমি
করে' তোলো এ নিখিল অদ্বৈতের ভূমি,—
প্রেমরসে রসিত উচ্ছল,
মানসী সরসী সুশীতল।
প্রকৃতির বিচিত্র, বিলাসে
বসন্তের নির্মল প্রকাশে,
কোকিলের কুহু কুহু তানে
মলয়ের পরশে মাতানে
লোকাতীত রূপের পসারে
ওঠো ফুটি চিত্তে চমৎকারে!
মা, তোমার জ্যোতির্ময়ী হাসির ফোয়ারা
যেমন অবাধ খেলে কল কল স্বরে,

তেমনি অজস্র ঢালো তব কৃপাধারা
মায়া মোহে কবলিত জীবের অন্তরে !
নেত্র হ'তে অবারিত ঢালো আরো ঢালো
আলো, আলো, আরো তব দৃষ্টিপূত আলো,
সব ভেদ করি দিয়ে দূর
অণু বুকে ঝঙ্কারিয়া, অনন্তের সুর ।

৩৩

জননি আমার !
কতো দিন আর
ঘুরিব জগৎ চক্রে,—উত্থানে পতনে
আঁধারে আলোকজালে জনমে মরণে ?
সংসারের শতমুখী লহরী লীলায়
সুখের দুঃখের পাংশু গোধূলি-সীমায় ?
কেটে গেছে মাতঃ, বহু বহু দীর্ঘদিন
লালসার লালা ক্লেদে দূষিত মলিন ;
কতো কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝা-শিলাঘাতে
ঘৃণা লাঞ্ছনায় দুঃখে লুঠেছে ধূলাতে !
তুমি মা, করুণাময়ী তব করুণায়
অহৈতুকী কৃপারসে ডুবায়ে আমায়
শান্তির নিভৃতি তলে ও তব হৃদয়ে,
দাও মুক্তি এবে তুমি জয়-পরাজয়ে ।
সব দ্বন্দ হ'তে দাও মুক্ত করে প্রাণ
সুখ-দুঃখ, রাগদ্বেষ, মান-অপমান ।
আজ মম দেহ মন জরায় জর্জর
জীর্ণ পরিত্যক্ত পথে ধূলায় ধূসর,

আকুল হৃদয়ে তোমা ডেকে দিশেহারা,
ঘুরিছে ঘূর্ণায় শত পায় না কিনারা ;
তরী মম ডুব-ডুব অগাধ অতলে,
কে যেন ভীষণ বেগে টানিছে সবলে,
শূন্যতার বিপুল গহ্বরে,
সর্বগ্রাসী কালের জঠরে।
তাই আজ শ্রান্তমনে ডাকি মা, তোমায়,
চারিদিকে কালো মেঘে আঁধার ঘনায় ;
শঙ্কায় শিহরি ওঠে সর্ব প্রাণ-মন,
রুদ্রের অশনি-কণ্ঠ হানিছে গর্জন,
অর্ধদগ্ধ হয়ে আজ বিশ্ব যজ্ঞশালে,
বাসনার, কামনার তপ্ত জ্বালামালে,
ডাকি তোমা ঊর্ধ্বমুখে, তুলি দুই কর,—
"মাগো, ঢালো দৃষ্টি হ'তে আলোর নির্ঝর,
ঊষার কোমল স্পর্শ, স্বপনের নেশা
আলোয় আঁধারে বোনা আবেশ-কুয়াসা ;
রচে রাখো আবীরের থালি,
নীলিমায় রঙের মিতালি !
ফোটাও আকাশ পানে প্রাণের কমল,
পঙ্কের অতল হতে, আলোকে উজ্জ্বল ;
ভোগে রাগে সমুজ্জ্বল শান্ত হোমানলে
উঠুক সর্পিল শিখা তব পদতলে
জড়ায়ে জড়ায়ে তোমা ত্রিপুর সুন্দরি !
হবির্গন্ধে, সামচ্ছন্দে আমোদিত করি।
তব চির-হাস্যময়ী নয়নে, আননে
জ্বালো মাতঃ, আলোক আশার

তোমার অপাঙ্গ হ'তে ঝরুক মরমে
অভয়ের অমৃত ঝঙ্কার !
মোহন মাধুরী মাখা তব কণ্ঠস্বর
দূরশ্রুত বাঁশরীর মতো,
আসুক নামিয়া প্রাণে, হৃদয় আমার
পূর্ণ হোক পুলকে পুষ্পিত।
তোমা ছাড়া আর কিছু আমি মা, চাহিনা ;
তুমি মম পরমশরণ ;
ইষ্ট তুমি, এই দেহ তব মন্ত্রবীণা !
তুমি সাধ্য, তুমিই সাধন।
পরম বোধের স্পর্শ সপিল লীলায়
রাখো জড়াইয়া মম দেহ মন প্রাণ,
নিত্য নবীনের দিব্য রঙের ছটায়,
বিচিত্র করিয়া রাখো মম অবসান।
প্লাবিত করিয়া মম ত্রিভঙ্গ-বিলাস,
জন্ম, স্থিতি, লয়, আর বাক্, প্রাণ, মন
পূর্ণ করে রাখো মম প্রতিটি নিঃশ্বাস,
তোমার আনন্দপূর্ণ সত্তায় পরম।
চিদাকাশে যতো তারা হারিয়েছে আলো,
তব দৃষ্টি-রশ্মিপাতে ক্ষণে সব জ্বালো।
মা, তব অপূর্ব্ব শান্ত চোখের চাহনি
ঢেকে দিক জড়ে, জীবে প্রাণের লাবণি।
আজিকে মানব আর্ত দুর্বার ক্ষুধায়,
বিষয়-বড়িশে-বিদ্ধ, অতি অসহায় ;
তুচ্ছের নেশায় জ্বালে আগ্নেয় উৎপাত,
পদে পদে আনে ডাকি মৃত্যু অপঘাত !

মা, তুমি ঢালিয়া দাও মায়ের চাহনি
শাশ্বতের জ্যোতিতে বিমল,
বিলাইয়া ক্ষুধিতেরে অমৃতের ননি,
ত্যাগে, প্রেমে, নির্মল, উজ্জ্বল।
চাহিতে চাহিতে তোমা পাইতে পাইতে
কেটে যাক নিমেষেই যুগাতীত কাল,
ধ্রুবতারা সম জাগো সকলের চিতে,
পেতে তোমা জাগাও মা, বাসনা বিশাল!
বিরহে মিলনে তুমি মধুরে মধুর
প্রাণ-বেণু রাখো গানে, তানে পরিপূর।
দীপ্ত করো প্রতি কাজ তব পূজাগীতে;
ওঠো জলি প্রতি শুদ্ধ ভাবের ভঙ্গীতে।
কৃপা করো, যেন তব জ্যোতির চমকে
থাকার পরম সুখে, চলার গমকে
মা, আমরা যেতে পারি পারে,
নিখিল প্রপঞ্চপারাবারে।
হৃদয়ের প্রতি স্পন্দে প্রণতি তোমার
এ বিশ্বে ছড়িয়ে যাক আনন্ত্যে অপার।"

৩৪

মৌনে,—মা

যবে তুমি থাকো মাতঃ, মৌন, মহামৌন,
কি প্রশান্তি চিত্তমূলে জাগে সার্বভৌম!
সেই মৌনে সন্তানেরা প্রভাতে, সন্ধ্যায়
ডুবে যায়, উবে যায় মৌন নীলিমায়,
স্পন্দহীন শমতার অগমে অতলে;
দেহেন্দ্রিয় সুপ্ত যেথা প্রপঞ্চের তলে;

হেরে তোমা পরিব্যপ্ত চরাচর ময়
সকল জীবের মাঝে প্রশান্ত, চিন্ময়
চিরমৌন। নীরবে ফোটাও রূপ, রাগ
জ্বালাইয়া প্রতিবুকে বৈশ্বানর যাগ।
দেহ থাকে শিলাসম শান্ত স্পন্দহীন,
চিৎ-সিন্ধুতে বিগলিত অগমে নিলীন!
মনে তুমি ঢালো পুষ্টি, প্রশান্তির ধারা
প্রজ্ঞালোকে উৎসারিয়া ভাবের ফোয়ারা।
উৎসারো জীবের বুকে ভক্তি, ভালবাসা
প্রতি প্রাণে জাগাও মা, অমৃত পিপাসা।
গোপনে ফুটিয়ে তোলো হৃদি শতদল
মদির সৌরভে বর্ণ-বিলাসে নির্ম্মল।
তব এই মৌন মূলে বিশ্বপদ্ম দলে
কতো গন্ধ, কতো মধু, নীরবে উথলে!
ফুল ফোটে, ফল পাকে, মুকুল শিহরে
সবুজের সমারোহে, আর যায় ঝরে।
সূর্য্য ওঠে, হাসে চাঁদ উষায় সন্ধ্যায়
মা, তোমায় মহামৌন শান্ত নীলিমায়,
কতো দিকে কতো রাগে, রূপে
তব বুকে নিত্য চুপে চুপে!
মৌনময় আকাশের অন্তহীন স্বচ্ছ আয়তনে
সর্বদেশে, আর সর্ব ক্ষণে;
তুমি মা, বিরাজো নিত্যা, চিরশান্তা সৌম্যা নিরঞ্জনা,
প্রতিপ্রাণে বিচিত্র বোধনা।
মুদিত নয়ন তব নির্নিমেষ অনন্তের পানে
চির মৌন আছে চেয়ে সর্বকালে বিপদে, কল্যাণে।

স্নেহ-রসে বিগলিত সকল জীবন
সৃষ্টির ঈক্ষণ তব, লীলার মনন,
মৌনতলে তুরীয়ের গোপন অঙ্গনে
কতো লীলা প্রকাশে মা, বোধের গহনে।
মনে হয় চির-মৌন তোমার মাঝার
পূর্ণে পূর্ণা ব্যাপ্তি তব অগমপ্রসার।
যারা ডুবে কামনার কূপে
ঘূর্ণিতলে ঘুরে চুপে চুপে,
তাদেরো ভাবের ঘূর্ণি থেমে যায় তব মৌন তলে,
বুকে তব সাগরের অচঞ্চল অগাধ অতলে।
তব মৌনে মানব-চেতনা
বিগলিত হয়ে যায়, বিশ্ব-চেতনায়,
ব্রহ্মাণ্ডের বিপুল বোধনা
বিলসিত অদ্বৈতের শৈবী মহিমায়।
তব পুত্র কন্যা সাথে থাকো বসে মৌনের প্রতিমা
তুমি মা, নিবিড় স্নিগ্ধ শান্তসমা শক্তির মহিমা।
রাজো তুমি সুনির্মল পদ্মরাগ সম
নিত্য, পূর্ণ, শুদ্ধ, শান্ত, শুভ্র জ্যোতি-ঘন।
চকিতে খোলো মা, দ্বার দহর-আকাশে ;
তব আবির্ভাব জ্বলে স্বরূপ প্রকাশে।
প্রাণের সকল গতি করিয়া স্থগিত
বাসনা কামনা শত করি নির্বাপিত।
নিবাত, নিষ্কম্প, ঋজু দীপশিখা সম
ওঠো জ্বলি' করি দীপ্ত দেহ, প্রাণ মন।
তাহারি আলোকে কতো সিদ্ধ ঋষি জন
মৌনে সমাপন করে তব নীরাজন।

শান্ত শাশ্বতের বুকে মৌনের গহনে
বিন্দু-নাদ-কলাতীত পরম জীবনে
তব আবির্ভাবে মহা সঙ্গীতের ধারা
মরতে নামিয়া আসে, ভাঙি মায়া-কারা।
চির-উপেক্ষিত এই জড় দেহ-ধূলি
হীরক কণিকা সম ঠিকরে বিজুলি।
তখন জননি! তব চিন্ময়ী বাতি
বিশ্বময় করে ব্যাপ্ত নব জ্যোৎস্না রাতি!
সেই স্নিগ্ধ মৌন ভরা সুশীতল আলোর গভীরে
জীবের প্রণাম ঝরে পুষ্পসম তব পদ ঘিরে।

৩৫

নিত্য নব জনমে মরণে
ত্রিকালের তোরণে, তোরণে
তব ঈশনায় রচা কতো চারু বৈজয়ন্তী মালা
ভোগে রাগে পরিপূর্ণ আনন্দের কতো পূর্ণথালা
হতেছে, হয়েছে, হবে দূরগামী পথিকের তরে
কে বলিতে পারে?
ছুটে যারা অন্ধসম প্রারব্ধের টানে
বিষয় ঘুর্ণির শতটানে,
তারা তো জানে না কেহ, বুকে তব তাদের আশ্রয়,
স্নেহরসে নিষিক্ত, চিন্ময়!
তাদের যখন দৃষ্টি ফুটে,
স্বপ্নের কুহেলি যায় টুটে,
তখন তুমি মা, ক্ষণে অবতরো প্রাণে
জীব চিত্ত করো পূর্ণ দিব্য রসে গানে।

প্রাণ মন একাধারে জননি ! তখন
লভে তব পদাম্বুজে অনন্য শরণ।
তাদের অধরে নেত্রে শাশ্বতের দিব্য বাণী ঝরে
সুধাস্রাবী, বাঁশরী কুহরে।
তারাই তখন বোঝে তব মৌনতলে
কী অতল পারাবার নীরবে উথলে !
কী গভীর, কতো শান্তা ভাগবতী রতি,
শক্তি-সার ভবানীর শুদ্ধা শিবাগতি !
কখনো তুমি মা, শ্যামা, কখনো শবলা, *
এই দুই রূপে নিত্য বিরাজো নির্মলা।
শ্যামারূপে হৃদকাশে নিত্য তব খেলা
নীরবে সন্তান সাথে চলে সারা বেলা।
সে খেলা মা, প্রশান্ত, নিবিড়,
মৌনানন্দে গহন গভীর ;
সে খেলা মা, বাক্, বুদ্ধি, মনের ওপারে,
শক্তি কোথা মানবের সে খেলা নেহারে ?
শ্যামারূপে সচ্চিন্ময়ী নীলিমা তোমার
জ্বালে শান্ত শুভ্র জ্যোতি জীবের অন্তরে।
সে আলোকে হেরে নিত্য স্বরূপ আত্মার
সত্তার প্রশান্ত, মুক্ত, অতল সাগরে।
মা, তুমি শবলা রূপে বিচিত্র বরণা
সুখে দুঃখে ভালো মন্দে প্রকাশো আপনা,
প্রপঞ্চের সাথে থাকি মৌন, ওতপ্রোত
সাধো সব কল্যাণের যতো মধুব্রত।

---

* ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৮।১৩।১

কতো স্নেহে নিজ বুকে জীবেরে নাচাও,
জনম মৃত্যুর মাঝে বিচিত্র দোলনে ;
শ্যামারূপে সমাধির আবেশে জাগাও
কোলে নিয়ে শিশুগণে প্রণব-গুঞ্জনে।
শবলার রূপে তোলো লীলার লহরী
হৃদয়-সিন্ধুর শান্ত, সৈকত সীমায় ;
রূপ নেহরিতে চাও তুমি আপনারি
তাই রচো নেত্র-যুগ জীবের কায়ায়।
দিব্য গন্ধে আমোদিত করিতে আপনা
রচো ঘ্রাণেন্দ্রিয় তুমি সর্ব জীবদেহে ;
রসে রতি জাগাবারে রচিছ রসনা
রাসেশ্বরী শবলা মা, তুমি বিশ্বগেহে।
স্বরব্রহ্ম স্বরূপিনী মা, তুমি শবলে,
বাগিন্দ্রিয়ে তোলো কতো সামের ঝঙ্কার,
কতো রাগ রাগিণীর মত্ত কলকলে
শোনো তুমি, মধুময়ী গীতি আপনার!
যন্ত্রী তুমি-দেহযন্ত্র তোমারি রচনা
তোমারি ইচ্ছায় গড়া সকল ইন্দ্রিয় ;
যা' তুমি ভুঞ্জিতে চাও, ভোগের ঝরণা
উৎসারো হৃদয়ে মনে তৃপ্তির অমিয়।
যোগী ঋষি ভক্ত জন পশি প্রাণলোক
হেরে এ যুগল রূপ বিরজ বিশোক।
সর্বকামে সর্বরসে সর্ব রূপে নামে
বিচিত্রা রূপিনী তোমা হেরে তাঁরা ধ্যানে।
নমি তোমা, নমি তোমা, হে শ্যামা-শবলে,
সুকোমল রাঙাজবা দু'টি পদতলে।

৩৬

কেউ কি বুঝেছে কভু তুমি মা, কেমন ?
তোমা নিয়ে যুগে কল্পে কতো আলাপন,
কতো অন্বেষণ, আর কতো বিশ্লেষণ,
কতো বিশেষণে রচা বিজ্ঞান, দর্শন
চলেছে, চলিবে আরো ভবিষ্যের পটভূমিকায়
দেশে, দেশে, বিশ্বাসের, সংশয়ের গোধূলি সীমায় ?
সীমাহীন, তলহীন সাগরের মতো
তুমি মা, রহস্যময়ী রয়েছো অজ্ঞাত,
চিরকাল ধরে'
তব বিশ্ব' পরে !
কতো ভক্ত কতরূপে তোমায় স্বরূপ
নেহারে বিস্ময়-রসে রসিত নয়নে,
প্রতিটি রূপেতে তুমি রাজো অপরূপ
অদ্বিতীয়া, অনবদ্যা সকল ভুবনে।
শব্দলোকে সাজো মা, রাগিনী,
রূপলোকে হিরণ্যা হরিণী, *
নন্দা তুমি রসের সাগরে
সৌরতেজে খেলো চরাচরে।
মারুতী মা, অমৃত পরশে
সপ্ত লোক শিহরে হরষে ;

* "হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণ-রজত-স্রজাং"

অতি কাছে অতি সুনিবিড়,
চিত্তের গহনে শান্ত স্থির।
রেখেছো মা, দু'হাতে আঁকড়ি
জীবশিশু নিজ বক্ষো'পরি!
কতো স্নেহে, কতো কাছে, কতো অনুরাগে ;
সেই জানে, প্রাণে যার ধ্রুবা স্মৃতি জাগে।
তুমি চালিয়েছো বিশ্বে অখণ্ডিত তব হোলিখেলা
তব শিশুগণ সাথে এক হয়ে একান্তে একেলা।
কি সুন্দর আবীরের স্নান
এক-রঙা মাতা ও সন্তান :
এক রসে একই উল্লাসে
সুধারসে ত্রিজগত ভাসে।
ত্রিকালের যবনিকা ধীরে খসি যায়,
তখন খণ্ডিত বোধ শূন্যেতে মিলায়।
তুমি যে বেদন-ময়ী মাতা
প্রজ্ঞাময়ী, প্রাণের প্রণেতা।
চক্ষু, কর্ণ নাসিকার সনাতন পথে
ত্বক আর রসনার শত দিব্য রথে
রূপময়ী, শব্দময়ী, গন্ধবতী তুমি ভোগবতী
অমৃত পরশময়ী রসবতী, মাধুরী মূরতি।
প্রতি অনুভূতি-স্পন্দে নিয়ে চরাচর
রূপে, রসে, গন্ধে, গানে রাজো নিরন্তর!
আদিত্য, বরুণ, বায়ু, দিকপালগণ
অশ্বিনীকুমার, অগ্নি, ইন্দ্রোপেন্দ্র, যম
প্রজাপতি, নিশানাথ, বিধাতা, শঙ্কর,
চিত্তমূলে লীলায়িত অচ্যুত অক্ষর,

প্রতি অঙ্গে অঙ্গিরস সকল দেবতা *
গাহে নিত্য মাতঃ, তব মধুমতী কথা।
সকল জীবের নিত্য সংসার-রচনা
এতো দেবগণ সাথে এদেহ মন্দিরে,
পেতে তব স্বরূপের শান্ত বোধকণা
প্রতিটি ইন্দ্রিয়-পথে অন্তরে বাহিরে।
সবে মিলি অহরহ ইন্দ্রের সেবনে
প্রাণপণে বহিয়াছে রত অনুক্ষণ ;
তাদেরে ইন্দ্রিয় কহে তাই সন্ত জনে,
সেবার সার্থক রূপ তাদের জীবন !
ঘুরে দৃষ্টি ভৃঙ্গ-সম খুঁজি মধুকোষ
বুকে তব কুসুমিত রূপের আড়ালে,
উদগ্র শ্রবণ খুঁজে পেতে পরিতোষ
মধুস্রাবী গানে-তানে রচা ইন্দ্রজালে।
জিহ্বা তব স্তন্যধারে হ'তে মা, রসাল
লালায়িত হয়ে ঘুরে নিখিল সংসারে ;
নিঃশ্বাস-সুরভিতরে নাসিকা মাতাল
ত্বক্ চায় মদিরতা তব স্পর্শ তরে।
কতো জন্ম জন্মান্তর, যুগ যুগান্তরে
আমরা খুঁজি মা, তব স্বরূপ পাবন,
সে খোঁজা হবে না শেষ এপারে, ওপারে,
কৃপায় না দিলে দেখা স্বরূপে পরম।
তাই সর্ব দেব সাথে শরীরে আত্মায়
সর্বেন্দ্রিয় পথে মাতঃ, প্রণমি তোমায়।

---

* চক্ষু, জিহ্বা, ত্বক্ শ্রোত্রাদি, পাণি পাদাদি, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তের অভিমানিনী দেবতা,—শ্রীমদ্‌ভাগবত ২।৫।৩১-৩৮। ঐতরেয় উঃ ১।২।৪।